শত সেতু : অপার সম্ভাবনা

শত সেতুঃ অপার সম্ভাবনা

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

প্রকাশক
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০২২

শিল্প নির্দেশক
আনিসুজ্জামান সোহেল

অলংকরণ, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ
নিমফিয়া পাবলিকেশন
www.nympheapublication.com

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই বইয়ের সকল উপাত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকাশনা ও কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত। এ উপাত্তের যেকোনো প্রকারের অননুমোদিত পুনর্মুদ্রণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ। স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন অথবা যেকোনো প্রকারে বা উপায়ে হস্তান্তর, রেকর্ড, ফটোকপিসহ ইলেকট্রিক্যাল অথবা মেকানিক্যাল পন্থায় সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধার করা যাবে না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

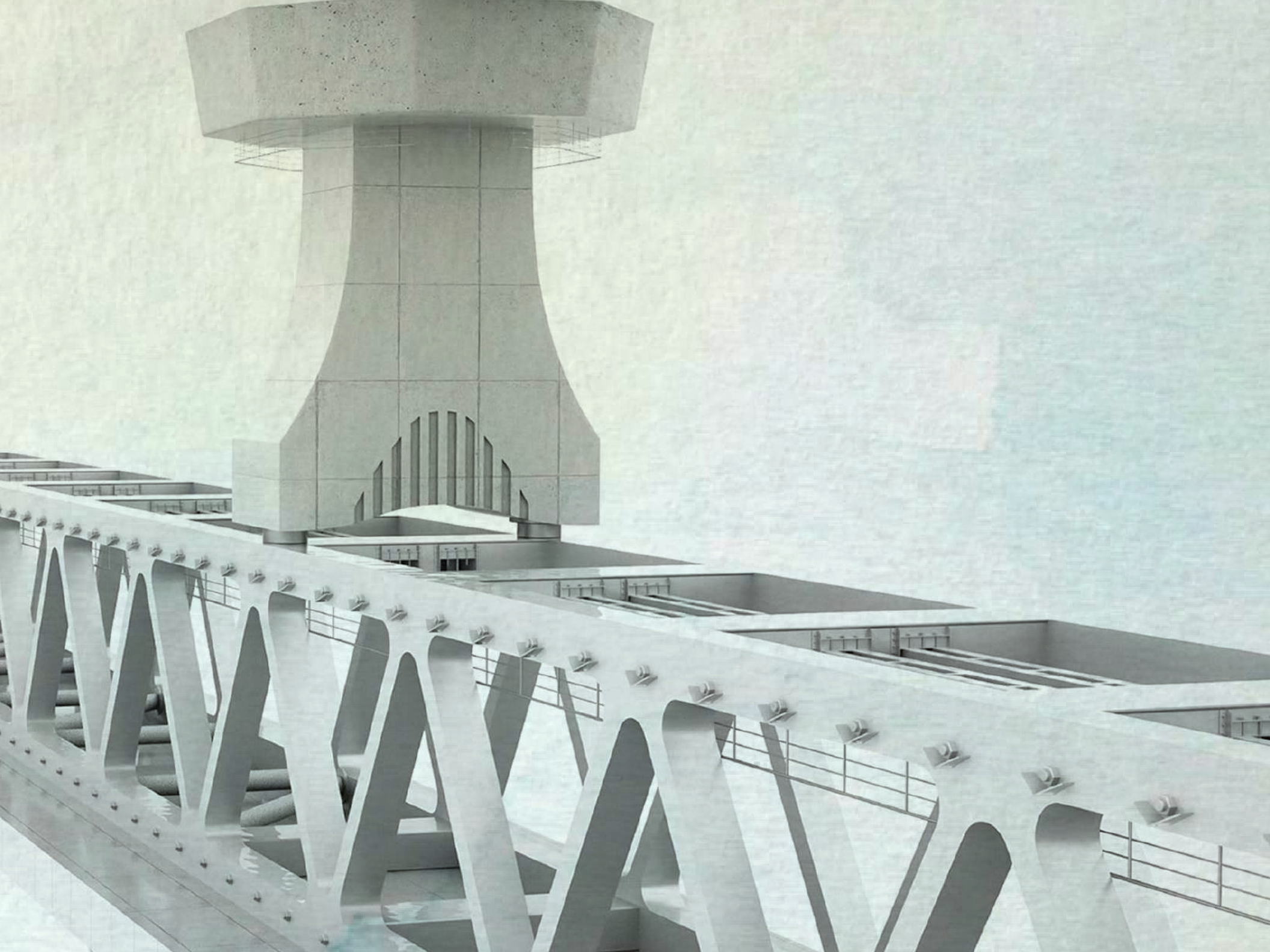

পদ্মা সেতু

বাঙালির সক্ষমতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক

পটভূমি

‘শত সেতুর’ উদ্বোধন, সম্ভাবনা অপার।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী নির্মিত ‘শত সেতু’র উদ্বোধন আজ।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক অবকাঠামো পুনর্গঠনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। সড়ক বিনির্মাণের প্রাণপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে সদ্য-স্বাধীন একটি দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর স্বল্পতম সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সক্ষমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র ২,৪১৫ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ৪,৫৬৫টি সেতু-কালভার্ট নিয়ে গড়ে ওঠা সড়ক নেটওয়ার্ক স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আজ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৩ হাজার কিলোমিটার মহাসড়ক ও ২১ হাজার সেতু-কালভার্টের এক বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্কে, যা প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দিক থেকে ক্রমশই সর্বাধুনিক পর্যায়ের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত হবার পথে এগিয়ে চলেছে। জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে কালের পরিক্রমায় তা আরও বিকাশ লাভ করেছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৩৭,৫০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। একই সাথে অস্থায়ী স্টিল সেতু, সরু এবং জরাজীর্ণ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করার সাথে সাথে আন্তঃজেলা সড়ক সংযোগের মাধ্যমে ভৌগলিকভাবে দুর্গম জেলাসমূহকে সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশব্যাপী নির্মাণ করা হয়েছে ‘শত সেতু’। বাংলাদেশের ২৫টি জেলায় অবস্থিত ৫,৪৯৪.১৩ মিটার দৈর্ঘ্যের এ সেতুসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬টি, সিলেট বিভাগে ১৭টি, বরিশাল বিভাগে ১৪টি, ঢাকা বিভাগে ৭টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬টি, রাজশাহী বিভাগে ৭টি এবং রংপুর বিভাগে ৩টি সেতু রয়েছে।

‘শত সেতু’র মধ্যে ৪২টি সেতু রয়েছে খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগে। উঁচু নিচু পাহাড়ের পথ ধরে তৈরি হওয়া সড়ক যোগাযোগের অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল অস্থায়ী সেতু তথা বেইলি সেতু। খাগড়াছড়ির এ ৪২টি অস্থায়ী ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর স্থলে স্থায়ী কংক্রিট সেতু নির্মাণের ফলে একদিকে এ অঞ্চলের সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে বৃদ্ধি পাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সড়ক নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা। সিলেটের সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে ১৭টি নতুন কংক্রিট সেতু। স্থায়ী ১৭টি সেতু নির্মাণের ফলে ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জের সড়ক পথের দূরত্ব কমবে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার। কুশিয়ারা নদীর উপরে নির্মিত রানীগঞ্জ সেতুটির দৈর্ঘ্য ৭০২.৩২ মিটার। সেতুটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আধুনিক প্রযুক্তির প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট বক্স গার্ডারের মাধ্যমে প্রোগ্রেসিভ ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। নেত্রকোণা ও শেরপুরের সীমান্ত সড়কে সেতু নির্মাণের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল মূল মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার সুফল পাবে। এছাড়াও নতুন সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা বিভাগের অস্থায়ী ও জরাজীর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ এ ১০০টি সেতুর ডিজাইন প্রণয়ণের মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ‘শত সেতু’র উদ্বোধন বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। সেতুসমূহ নির্মাণের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার প্রাপ্যতা সহজতর হবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনও সহজতর ও সাশ্রয়ী হবে। দেশীয় পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে; শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; সৃষ্টি হবে কর্ম-সংস্থান ও আয়ের সুযোগ। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে জনমানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে। পাহাড়ি, হাওড় ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জনপদের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি আপন জ্যোতিতে নিত্য ভাস্বর হয়ে আলোকিত করবে সমগ্র বাংলাদেশকে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর। এই ‘শত সেতু’ই উন্মোচন করবে বাংলাদেশে মানুষের অপার সম্ভাবনার দ্বার।

সম্পাদনা পর্ষদ
৭ নভেম্বর ২০২২

বিভাগওয়ারি ১০০টি সেতু

সেতুসমূহের মোট দৈর্ঘ্য
৫,৪৯৪.১৩ মিটার

মোট নির্মাণ ব্যয়
৮৭৯.৬১ কোটি টাকা

মিসিং লিংকে
সেতু নির্মাণ
২টি

সরু আরসিসি
সেতু প্রতিস্থাপন
১৪টি

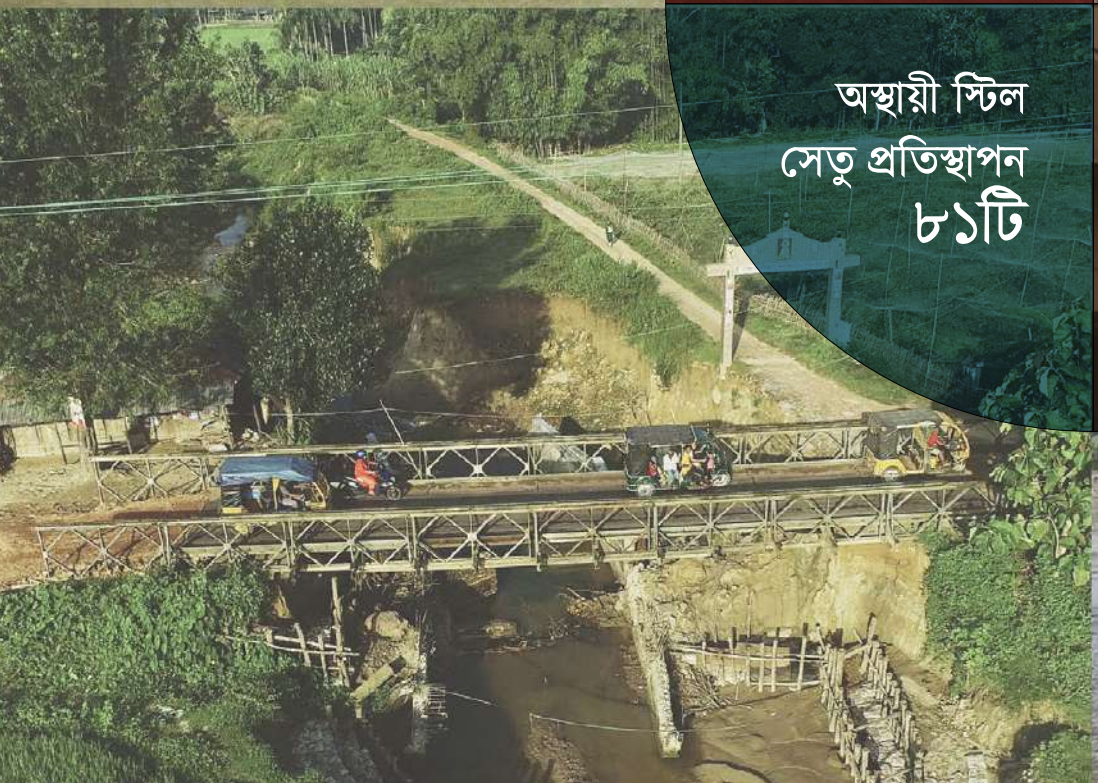

অস্থায়ী স্টিল
সেতু প্রতিস্থাপন
৮১টি

নতুন সড়ক
এলাইনমেন্টে
সেতু নির্মাণ
৩টি

সূচিপত্র

চট্টগ্রাম

খাগড়াছড়ি	১৬
বান্দরবান	৫৬
চট্টগ্রাম	৬০
নোয়াখালী	৬৬

সিলেট

সুনামগঞ্জ	৭২

বরিশাল

বরিশাল	৮৬
ঝালকাঠি	৯৪
পিরোজপুর	১০০
পটুয়াখালী	১০৬

ঢাকা

মানিকগঞ্জ ১১৪
মাদারীপুর ১২০
রাজবাড়ী ১২৪
শরীয়তপুর ১২৮

রাজশাহী

বগুড়া ১৩৪
নওগাঁ ১৩৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৪২
নাটোর ১৪৬
পাবনা ১৫০
রাজশাহী ১৫৪

ময়মনসিংহ

নেত্রকোণা ১৬০
শেরপুর ১৬৬
ময়মনসিংহ ১৭২

রংপুর

কুড়িগ্রাম ১৭৮
গাইবান্ধা ১৮২
দিনাজপুর ১৮৬

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

চট্টগ্রাম বিভাগ

খাগড়াছড়ি

হেঁয়াকো-রামগড়-জালিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৫২)

মহাসড়কটি খাগড়াছড়ি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এ মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটারে রামগড় স্থলবন্দর অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এ সড়কটি গুরুত্ব বহন করে। এছাড়া, খাগড়াছড়ি জেলার ফলদ ও বনজ সম্পদ এ মহাসড়কের মাধ্যমে ঢাকায় পরিবহন করা হয়। এ মহাসড়কে নির্মিত ৩টি সেতু খাগড়াছড়ি জেলার পাশাপাশি সমগ্র দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সোনাইপুল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৪.০২
চেইনেজ (কিমি) ১৪+৭৩০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.২৮

নাকাপা সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.০২
চেইনেজ (কিমি) ২৬+১৪৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

পাতাছড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮২
চেইনেজ (কিমি) ২৮+৬৩৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৮২

সোনাইপুল সেতু

পাতাছড়া সেতু

সবুজ চাকমা

নাকাপা সেতু

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৬০)

এ মহাসড়কটি খাগড়াছড়ি জেলার সাথে চট্টগ্রাম জেলায় যাতায়াতের প্রধানতম মহাসড়ক। খাগড়াছড়ি জেলায় উৎপাদিত ফলজ ও বনজ সম্পদ এ সড়কের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পরিবহন করা হয়ে থাকে। পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এ সড়কের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী কংক্রিট সেতু নির্মাণের ফলে খাগড়াছড়ি জেলার সকল প্রান্তের জনগণের চট্টগ্রামে যাতায়াত নির্বিঘ্ন হবে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

খাগড়াপুর সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ২৪+৪২৫
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

খাগড়াপুর সেতু

রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৬২)

মহাসড়কটি খাগড়াছড়ি জেলার সাথে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম, তাই সড়কটি পর্যটকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার জনগণ নবনির্মিত সেতুসমূহের উপকারভোগী হবে।

চংড়াছড়ি সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ৪১+৯৫৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৮২

মুসলিমপাড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ৪৮+৬৪১
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৮২

ঠাকুরছড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ৫৮+৬৬৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

ঠাকুরছড়া সেতু

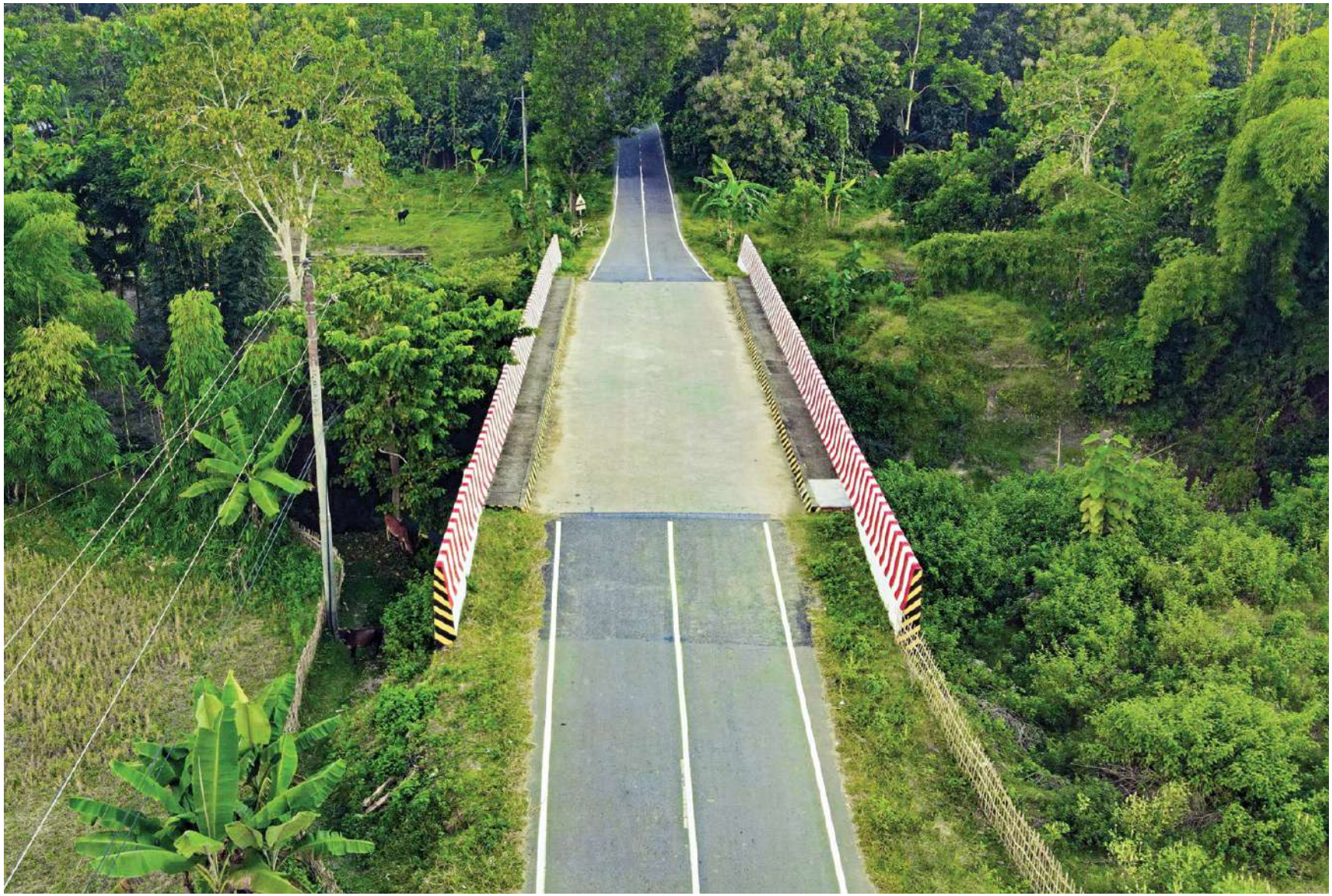

মুসলিমপাড়া সেতু

চংড়াছড়ি সেতু

মানিকছড়ি-লক্ষ্মীছড়ি জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬০১)

লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার জনগণের চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলায় যোগাযোগের প্রধানতম সড়ক এই মানিকছড়ি-লক্ষ্মীছড়ি মহাসড়ক। এই মহাসড়কে নির্মিত পাঁচটি সেতু ভৌগলিকভাবে দুর্গম লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার জনগণের যাতায়াতকে আরও সহজতর করে, তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখবে।

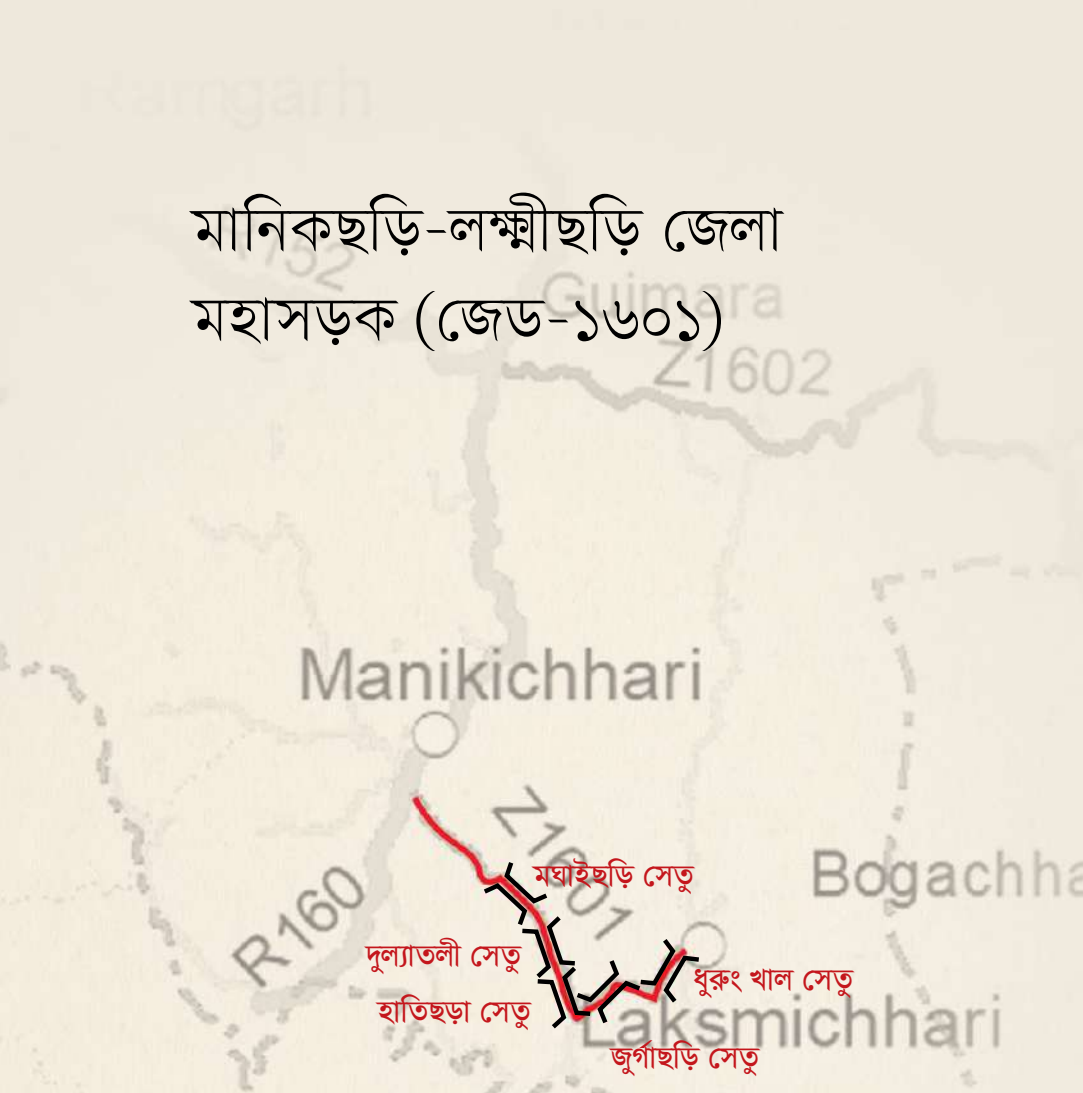

মঘাইছড়ি সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৫+৫৯১
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৬৬

দুল্যাতলী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২২.৬৮
চেইনেজ (কিমি) ৬+৮৩০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২.৭২

হাতিছড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১২+৯২০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

জুর্গাছড়ি সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৪.০২
চেইনেজ (কিমি) ১৩+৭৬০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৬২

ধুরুং খাল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ১০০.৩৭
চেইনেজ (কিমি) ১৩+৮৭৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৯.২৭

মঘাইছড়ি সেতু

হাতিছড়া সেতু

জুর্গাছড়ি সেতু

দুল্যাতলী সেতু

ধুরুং খাল সেতু

জালিয়াপাড়া-সিন্দুকছড়ি-মহালছড়ি জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬০২)

মহাসড়কটি খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ককে সংযুক্ত করেছে। ঢাকা হতে রাঙ্গামাটি যাওয়ার জন্য এ সড়কটি বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মহাসড়কটি মহালছড়ি উপজেলার সাথে গুইমারা উপজেলার সংযোগ স্থাপন করেছে। এই মহাসড়কে স্থায়ী সেতু নির্মিত হওয়ায় খাগড়াছড়ি জেলার পাশাপাশি রাঙ্গামাটি জেলার জনগণ নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের সুফল উপভোগ করবে।

সিন্দুকছড়ি সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ০৯+৫৯৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

পঞ্চিমূড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১৬+৮৪০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

ধুমনীঘাট সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৮.৭৮
চেইনেজ (কিমি) ১৮+৩৪২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৪৫

যৌথ খামার সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৮.৭৮
চেইনেজ (কিমি) ২১+০১২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৪৫

সিন্দুকছড়ি সেতু

পঙ্খিমূড়া সেতু

ধুমনীঘাট সেতু

যৌথ খামার সেতু

খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা-বাঘাইহাট-সাজেক জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬০৩)

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র সাজেক-এ যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই মহাসড়কে একটি অস্থায়ী স্টিল সেতু প্রতিস্থাপন পর্যটকদের ভ্রমণ আরও আরামদায়ক করবে, যা সাজেক তথা সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের বিকাশে অবদান রাখবে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। এছাড়া, এই মহাসড়কের নিরবচ্ছিন্নতা দেশের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- **কৃষি গবেষণা সেতু**
  - দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৬.৫৯
  - চেইনেজ (কিমি) ২+৪৫০
  - নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৭৬

কৃষি গবেষণা সেতু

খাগড়াছড়ি-পানছড়ি জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬০৪)

এ মহাসড়ক দিঘীনালা ও পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা এবং বনজ সম্পদ পরিবহনে এই মহাসড়কে নির্মিত সেতুসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পেরাছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ৩+৬৯৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

গাছবান সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ৫+২৫০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

কুকিছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ৭+৫২৪
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

ছোটনালা সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৮+৯৩৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.০৮

ভাইবোনছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৯.৬৪
চেইনেজ (কিমি) ১৫+৪০০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২.৩৬

পাকুজ্যেছড়ি সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ২২.৬৮
চেইনেজ (কিমি) ১৬+৩৪০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২.৭৫

কুরাদিয়াছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১৭+৯৬০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

লতিবানছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ২১+৯৫৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

কলাবাগান সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৯.৬৪
চেইনেজ (কিমি) ২৪+৪২৫
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২.৩৫

পেরাছড়া ব্রীজ

গাছবান সেতু

ছোটনালা সেতু

কুকিছড়া সেতু

ভাইবোনছড়া সেতু

পাকুজ্যেছড়ি সেতু

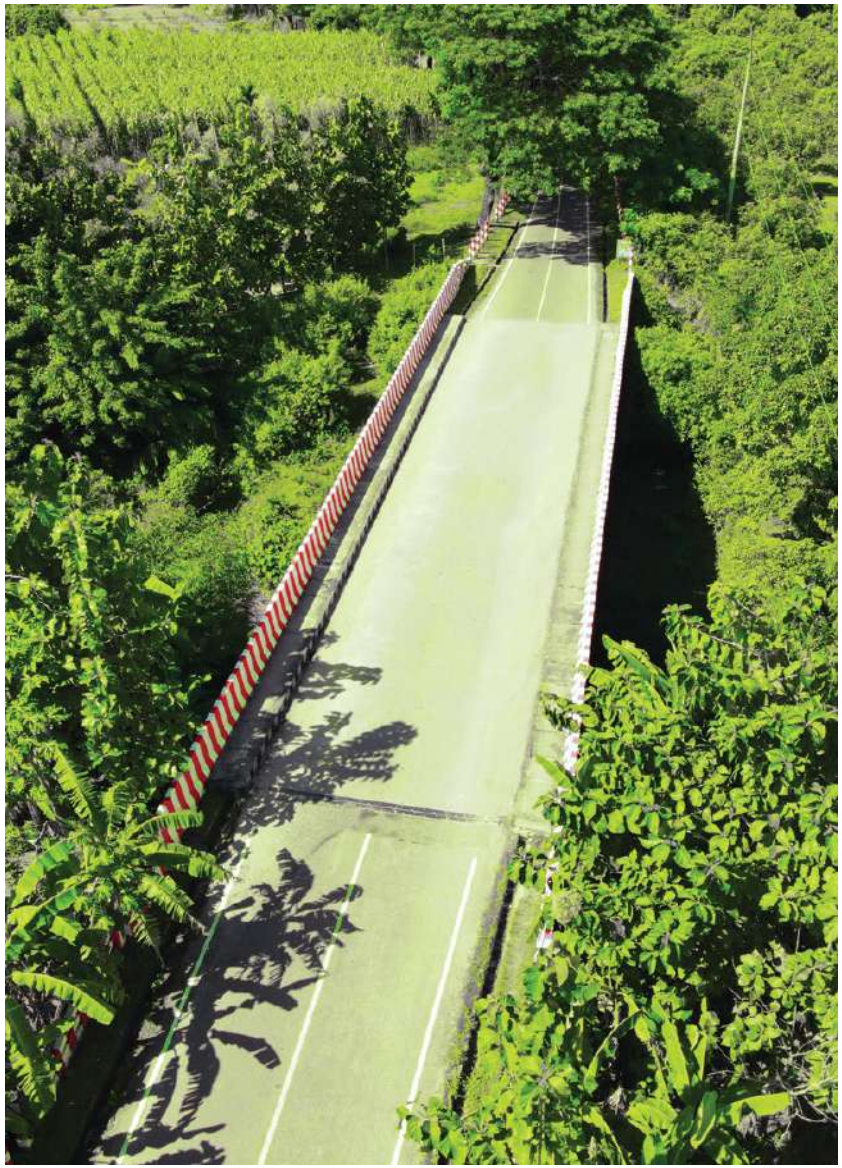

কুরাদিয়াছড়া সেতু

কলাবাগান সেতু

লতিবানছড়া সেতু

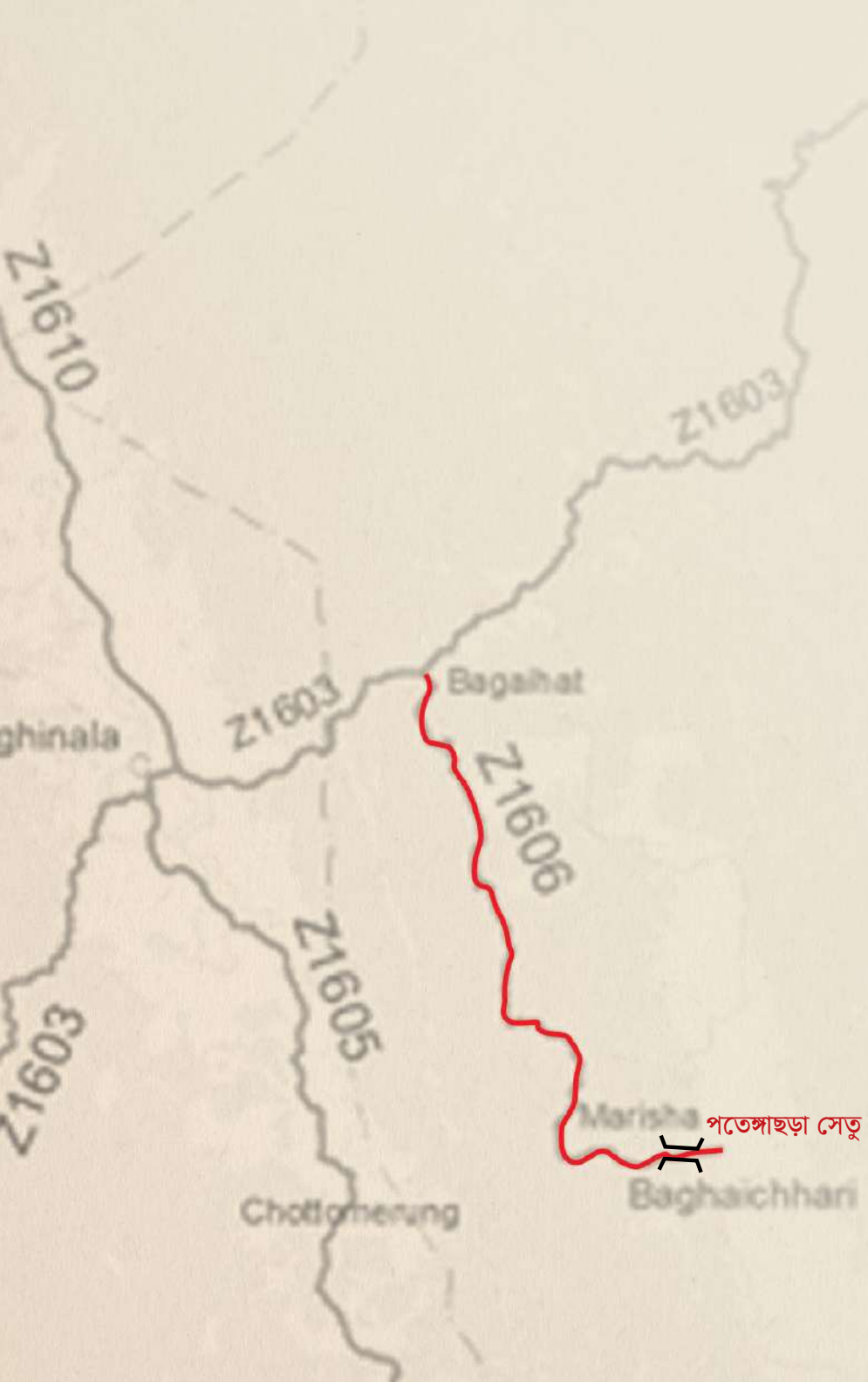

বাঘাইহাট-মারিশ্যা জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬০৬)

বাঘাইছড়ি উপজেলা এবং মারিশ্যা ইউনিয়নের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম এই মহাসড়কে একটি অস্থায়ী স্টিল সেতু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই সেতুর নির্মাণ বাঘাইছড়ি উপজেলায় উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের পরিবহনকে নিরবচ্ছিন্ন করবে।

পতেঙ্গাছড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১৮+৭৯২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.১৫

পতেঙ্গাছড়া সেতু

মাটিরাঙ্গা-তানাক্কাপাড়া জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬০৮)

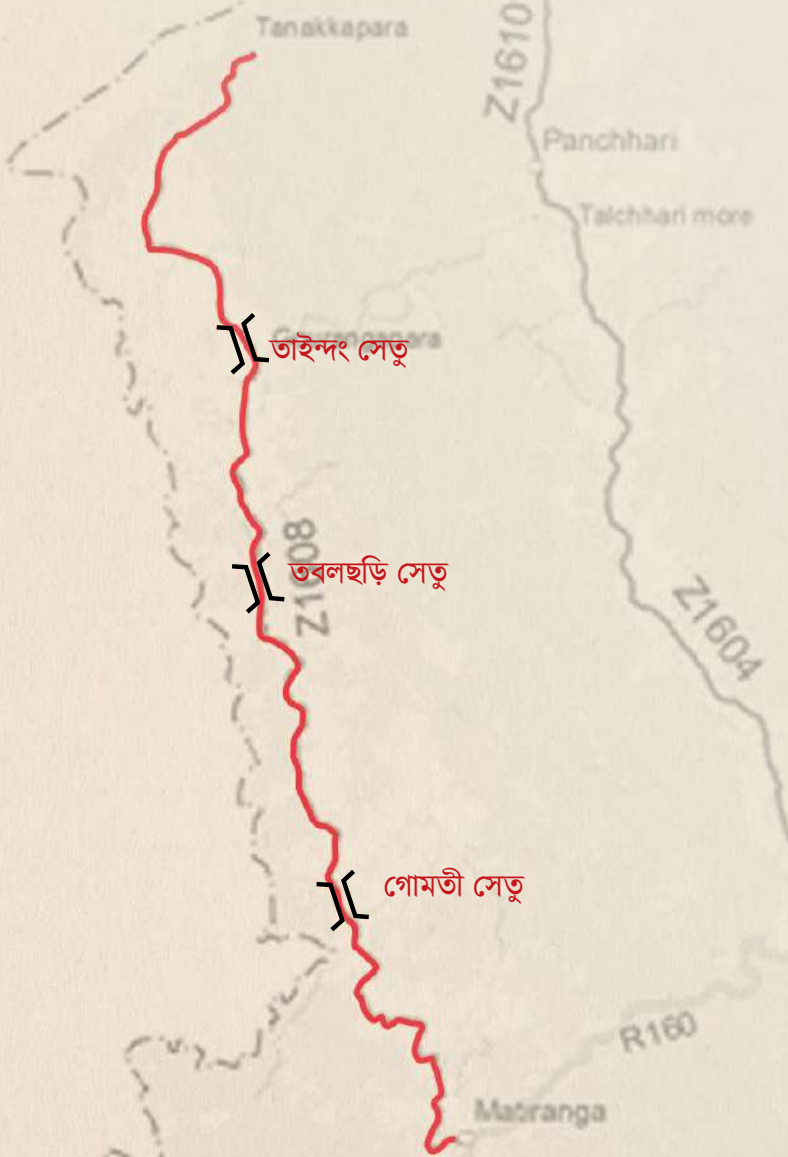

দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা এবং বনজ সম্পদ পরিবহনে এই মহাসড়কটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাসড়কে নির্মিত তিনটি কংক্রিট সেতু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মকান্ডকে গতিশীল করবে।

গোমতী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫০.১২
চেইনেজ (কিমি) ১৩+৫২৬
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.০০

তবলছড়ি সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৬.৫৯
চেইনেজ (কিমি) ২৯+৪২৯
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১.৯৯

তাইন্দং সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৬.৫৯
চেইনেজ (কিমি) ৩৮+৩৯২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১.৯৯

গোমতী সেতু

তবলছড়ি সেতু

তাইন্দং সেতু

দিঘীনালা-বাবুছড়া-লোগাং-পানছড়ি জেলা মহাসড়ক (জেড-১৬১০)

এ মহাসড়কটি দিঘীনালা ও পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। এই মহাসড়কে ১২টি অস্থায়ী স্টিল সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল সেতুর নির্মাণের ফলে এই মহাসড়কে নির্ভরযোগ্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলো। ফলে দিঘীনালা ও পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণ সহজে বনজ সম্পদ খাগড়াছড়ি জেলায় পরিবহন করতে পারবে।

পাবলাখালী সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৪.০২
চেইনেজ (কিমি) ২+৬১২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

বাঘাইছড়ি সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৪.০২
চেইনেজ (কিমি) ১০.২৭৫
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৫

হাতিমারাছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৬.৫৯
চেইনেজ (কিমি) ১৫+৮৯৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৪১

দেওয়ানছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১৬+৯০০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৪১

জারুলছড়ি সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৪.৮৮
চেইনেজ (কিমি) ১৭+৮৯৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.২৬

বাবুরোপাড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪০.৯৭
চেইনেজ (কিমি) ৪০+৫৯০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৪৪

লোগাং বাজার সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৪১+৫৮০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.২৩

লোগাং সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৪৩.০৫
চেইনেজ (কিমি) ৪২+৬৭০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১১.৭১

বড়পেড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৮.৭৮
চেইনেজ (কিমি) ৪৪+৬৩৫
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৬৮

বুজ্যোনাল সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৪৬+০৫৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৫৭

পুজগাং বাজার সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৭৯.০৫
চেইনেজ (কিমি) ৪৬+৩৫০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৭.৩২

মগমারাছড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৪৭+৮০০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.০৯

পাবলাখালী সেতু

বাঘাইছড়ি সেতু

হাতিমারাছড়া সেতু

দেওয়ানছড়া সেতু

জারুলছড়ি সেতু

লোগাং বাজার সেতু

বাবুরোপাড়া সেতু

বুজ্যোনাল সেতু

বড়পেড়া সেতু

পুজগাং বাজার সেতু

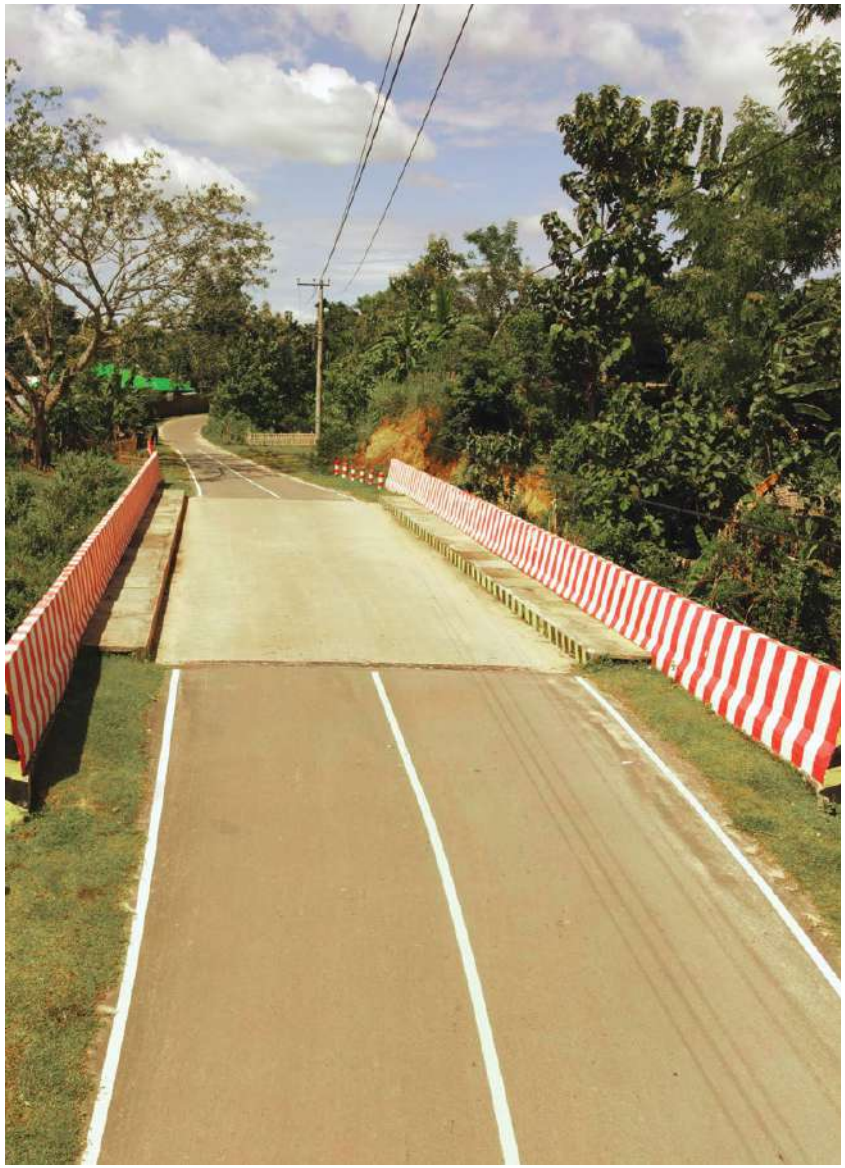

মগমারাছড়া সেতু

লোগাং সেতু

দিঘীনালা-বাবুছড়া-লোগাং-পানছড়ি জেলা মহাসড়কের ৪৩-তম কিলোমিটারে চেংগী নদীর সাথে সংযুক্ত লোগাং খালের উপর নির্মিত লোগাং সেতুটি খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত ৪২টি সেতুর মধ্যে সর্ব দীর্ঘ। ১০.২৫ মিটার প্রশস্ত, ৩ স্প্যানবিশিষ্ট ১৪৩.০৫ মিটার সেতুটি নির্মাণে ১১.৭১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

বান্দরবান

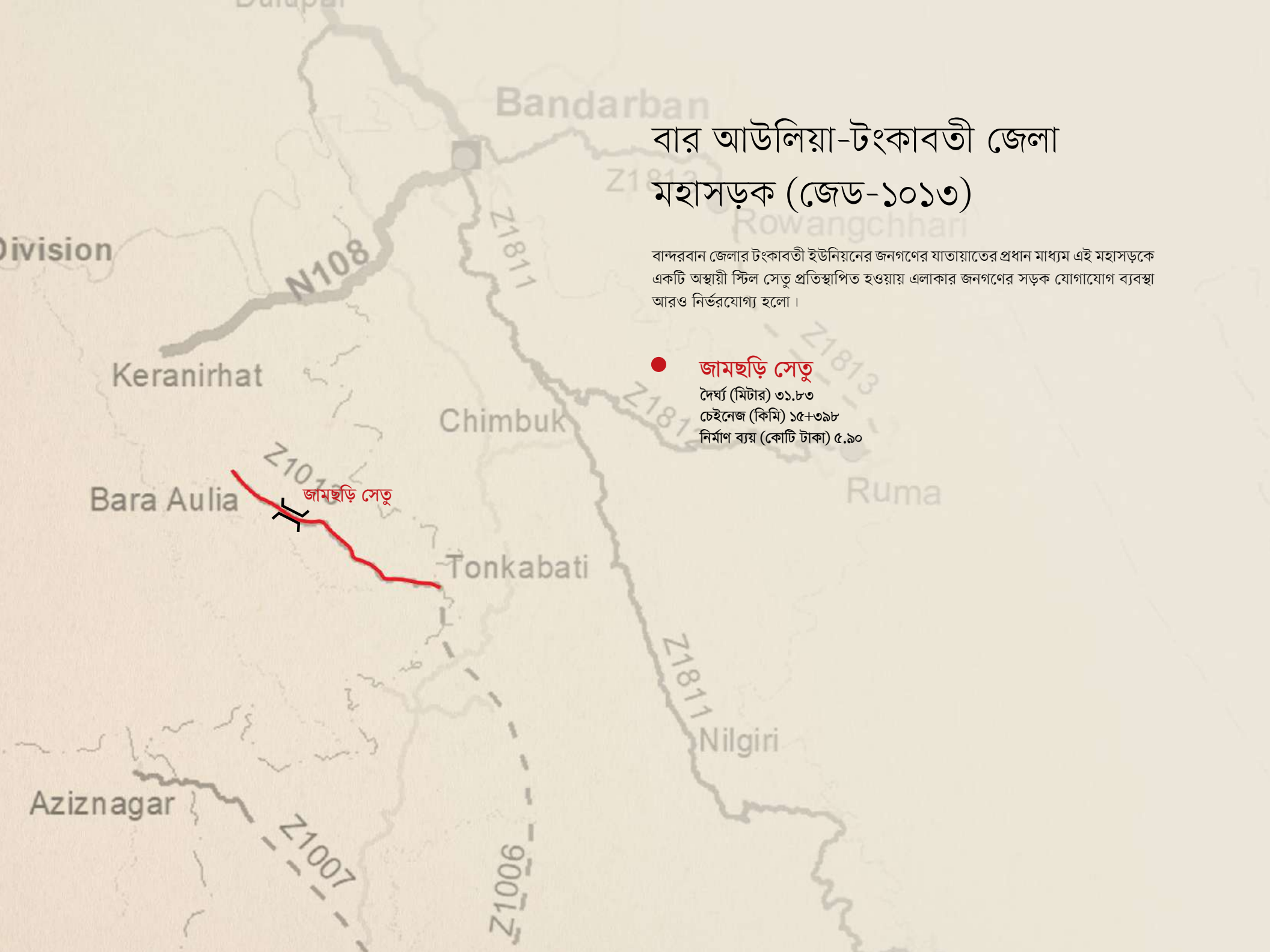

বার আউলিয়া-টংকাবতী জেলা মহাসড়ক (জেড-১০১৩)

বান্দরবান জেলার টংকাবতী ইউনিয়নের জনগণের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম এই মহাসড়কে একটি অস্থায়ী স্টিল সেতু প্রতিস্থাপিত হওয়ায় এলাকার জনগণের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও নির্ভরযোগ্য হলো।

● **জামছড়ি সেতু**

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩

চেইনেজ (কিমি) ১৫+৩৯৮

নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.৯০

জামছড়ি সেতু

চট্টগ্রাম

তাহসিন ইসলাম

মইজ্জারটেক-বোয়ালখালী-কানুনগোপাড়া-উদরবন্যা জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৬৫)

- **কালারপোল সেতু**

  দৈর্ঘ্য (মিটার) ১৮০.৩৭

  চেইনেজ (কিমি) ২+০০০

  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২৪.৭৩

চট্টগ্রাম জেলার মুরারী খালের উপর ১৮০.৩৭ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি নির্মাণের ফলে বোয়ালখালী ও পটিয়া উপজেলার জনগণ শাহ আমানত সেতু ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে চট্টগ্রাম শহরে যাতায়াত করতে পারবে এবং কালুরঘাট রেল কাম সড়ক সেতুর উপর চাপ হ্রাস পাবে। বোয়ালখালী, কর্ণফুলী ও পটিয়া উপজেলা হতে চট্টগ্রাম শহরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যানজট হ্রাস পাবে।

গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৪০)

- **বরকল সেতু**

  দৈর্ঘ্য (মিটার) ১১৭.৩১

  চেইনেজ (কিমি) ১১+০০০

  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২৪.০০

কালারপোল সেতু

বরকল সেতু

চাঁদখালী চ্যানেলের উপর ১১৭.৩১ মিটার দীর্ঘ বরকল সেতু ব্যবহার করে উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু টানেল অতিক্রমকারী যানবাহনসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গাছবাড়িয়া নামক স্থানে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে যাতায়াত করবে, এতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরত্ব হ্রাস পাবে।

নোয়াখালী

বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৪২)

কালারপুল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬০.৭৫
চেইনেজ (কিমি) ০+৩৮৬
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১১.০১

বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের মহাসড়ক যোগাযোগ নির্বিঘ্ন ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে কুমিল্লার টমছমব্রীজ হতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে ১৮ মিটার প্রশস্ত কালারপুল সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উপজেলায় বসবাসরত জনগণের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে।

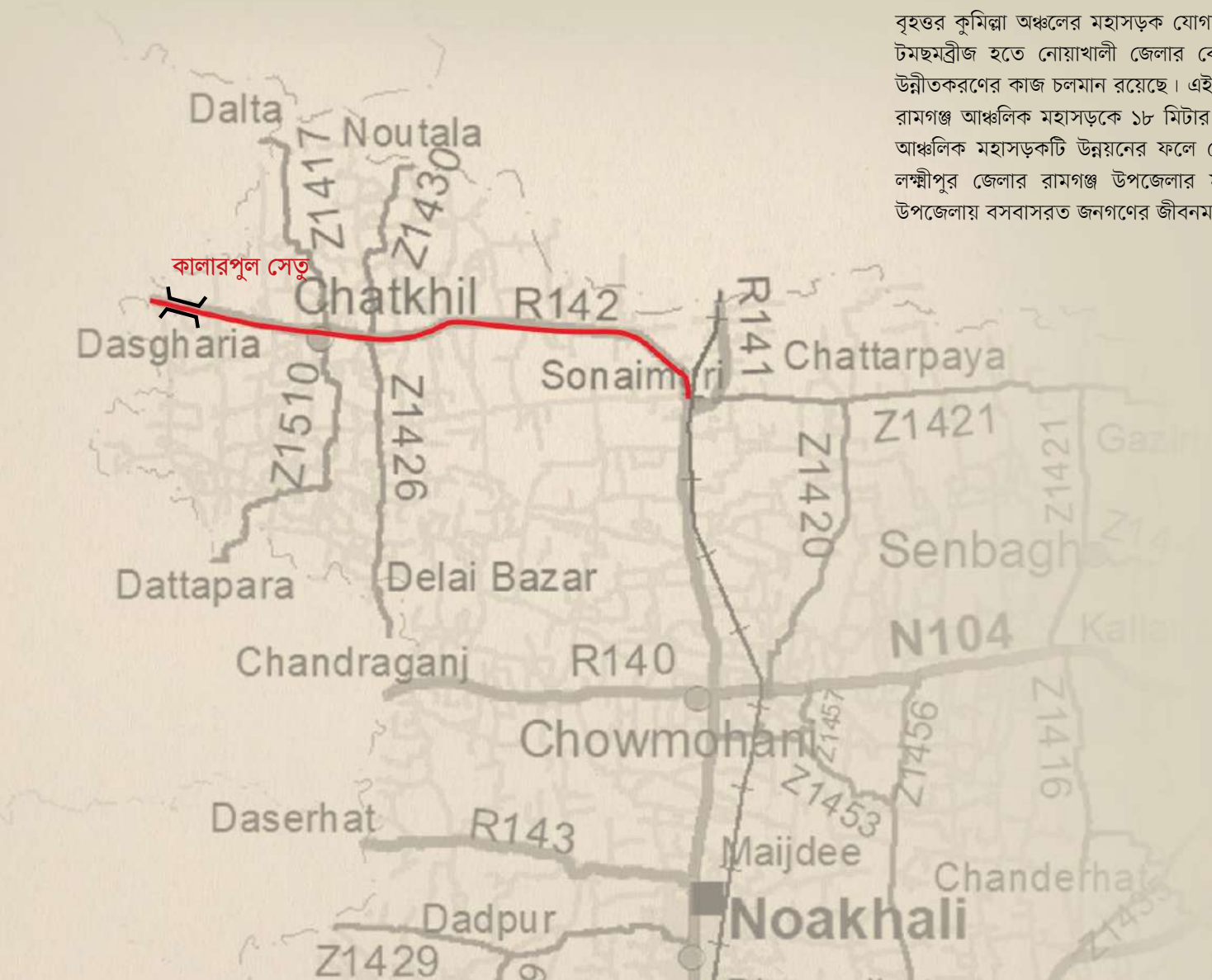

কালারপুল সেতু

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

সিলেট বিভাগ

সুনামগঞ্জ

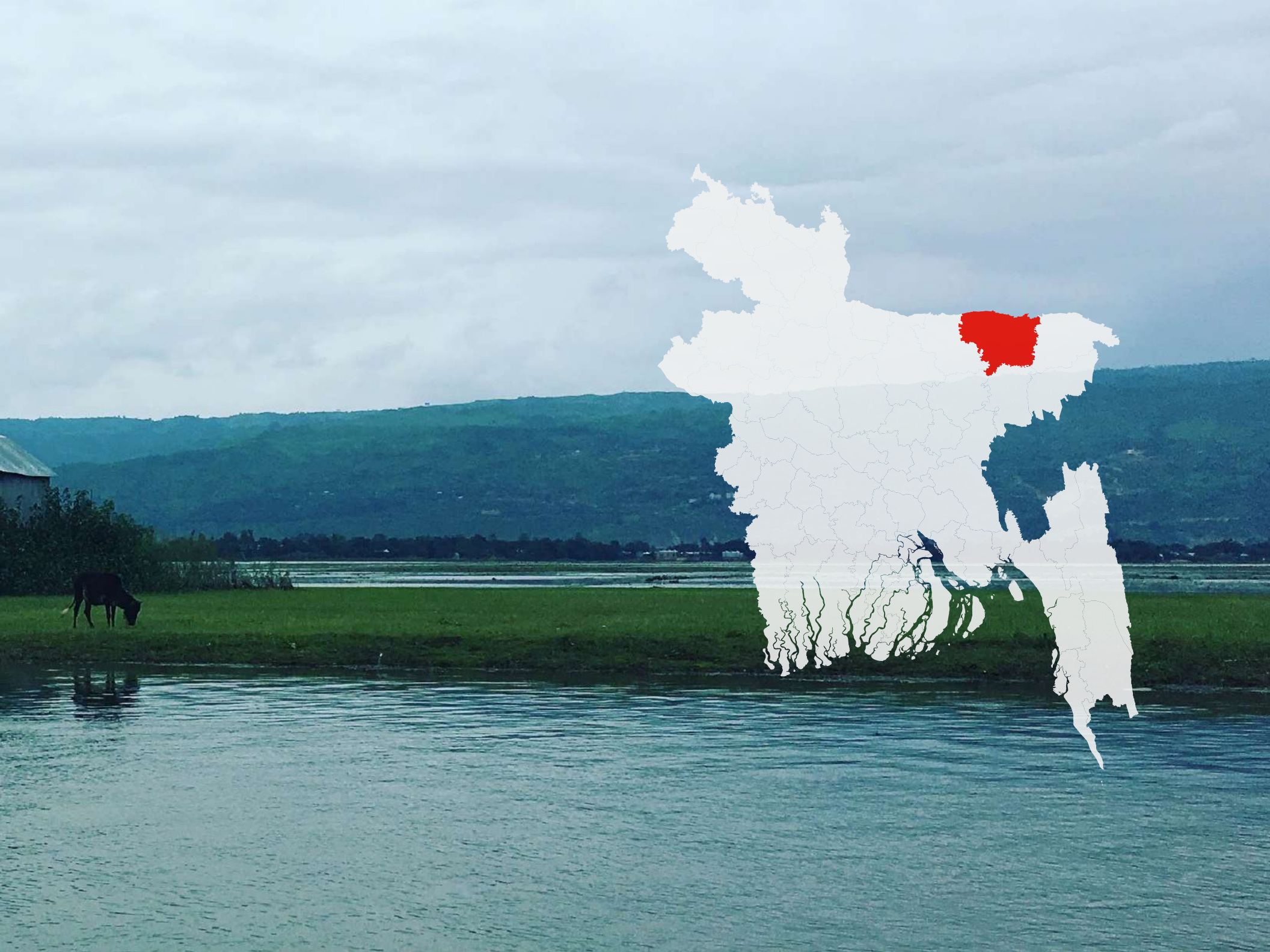

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর ২৪১)

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি আঞ্চলিক মহাসড়কটি সুনামগঞ্জ জেলা হতে হবিগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ততম মাধ্যম। তবে এই মহাসড়কে দ্রুতগতিতে চলাচলের পথে অন্তরায় ছিল মহাসড়কে অবস্থিত সরু, জরাজীর্ণ সেতুসমূহ এবং রানীগঞ্জে সুপ্রশস্ত কুশিয়ারা নদী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওড় অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কষ্ট লাঘবে ২০১০ সালে সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে কুশিয়ারা নদীর উপর রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে আড়াই কিলোমিটার সংযোগ সড়কসহ ৭০২.৩২ মিটার দৈর্ঘ্যের রানীগঞ্জ কুশিয়ারা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। হাওড়বাসীর দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত রানীগঞ্জ সেতুসহ এ সড়কে মোট ৮টি সেতু নির্মাণের ফলে সুনামগঞ্জ জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব প্রায় ৩৯ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

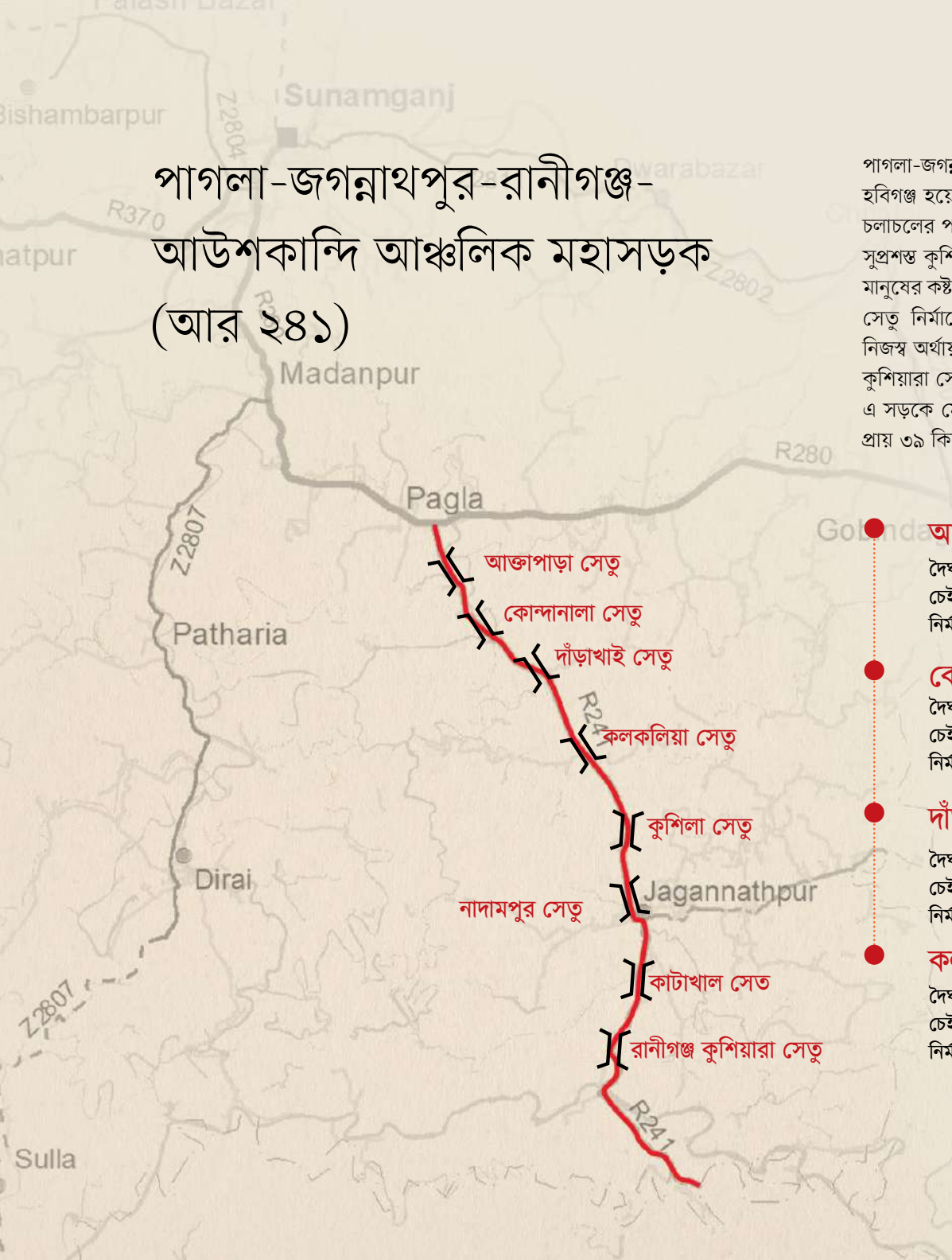

আক্তাপাড়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬৯.৮৯
চেইনেজ (কিমি) ৩+০৯৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৮.১৯

কোন্দানালা সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫০.১২
চেইনেজ (কিমি) ৯+৭৯২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৩.০৫

দাঁড়াখাই সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৯৪.২৭
চেইনেজ (কিমি) ১১+৩৯
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২৪.৫৪

কলকলিয়া সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬৩.৮০
চেইনেজ (কিমি) ১২+০৯৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৪.৩২

কুশিলা সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫০.১২
চেইনেজ (কিমি) ১৪+৬৭৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১১.২৫

নাদামপুর সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬৯.৮৯
চেইনেজ (কিমি) ১৭+০৩৬
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৫.৬৯

কাটাখাল সেত
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৭৯.০৩
চেইনেজ (কিমি) ২৩+৭১৫
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৭.৭৪

রানীগঞ্জ কুশিয়ারা সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৭০২.৩২
চেইনেজ (কিমি) ২৯+০৫২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৯১.০৬

আক্তাপাড়া সেতু

কোন্দানালা সেতু

কলকলিয়া সেতু

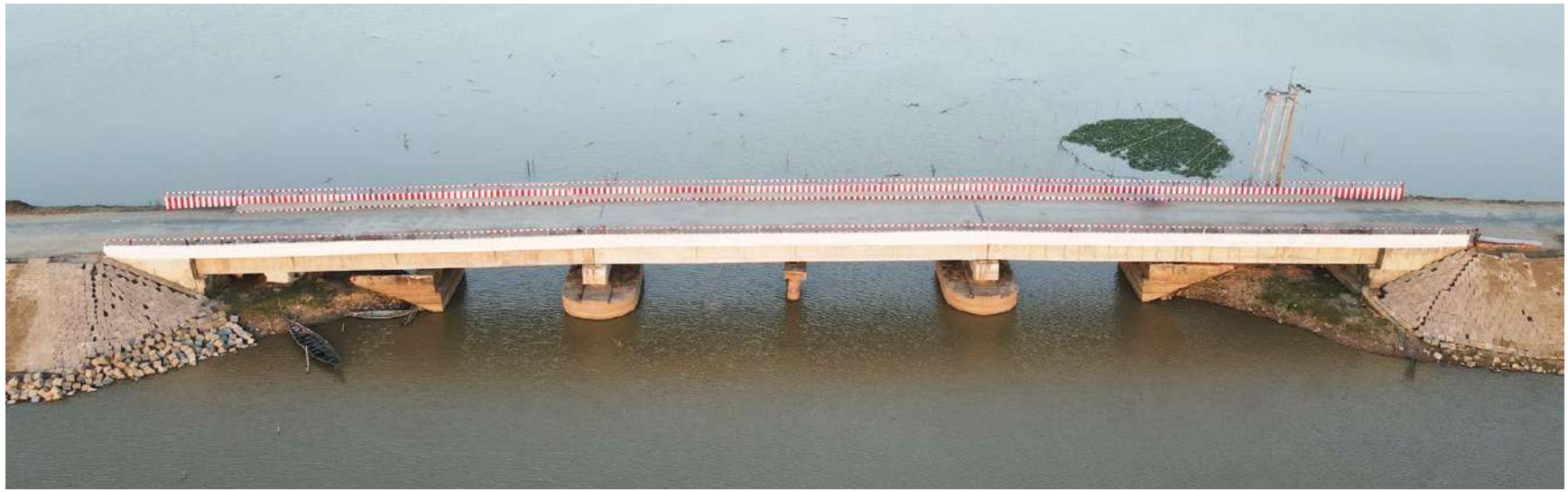

দাঁড়াখাই সেতু

কুশিলা সেতু

নাদামপুর সেতু

কাটাখাল সেতু

রানীগঞ্জ কুশিয়ারা সেতু

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার জেলা মহাসড়ক (জেড-২৮০২)

সুনামগঞ্জ জেলার হাওর বেষ্টিত প্রত্যন্ত দোয়ারাবাজার উপজেলার সাথে সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা সদরের সড়ক যোগাযোগের প্রধান পথ এই মহাসড়ক । সুনামগঞ্জের ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলা সংযোগকারী এই মহাসড়কে টেকসই সেতু নির্মিত হওয়ায় পণ্য সরবরাহ ও পরিবহন সহজতর হবে যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

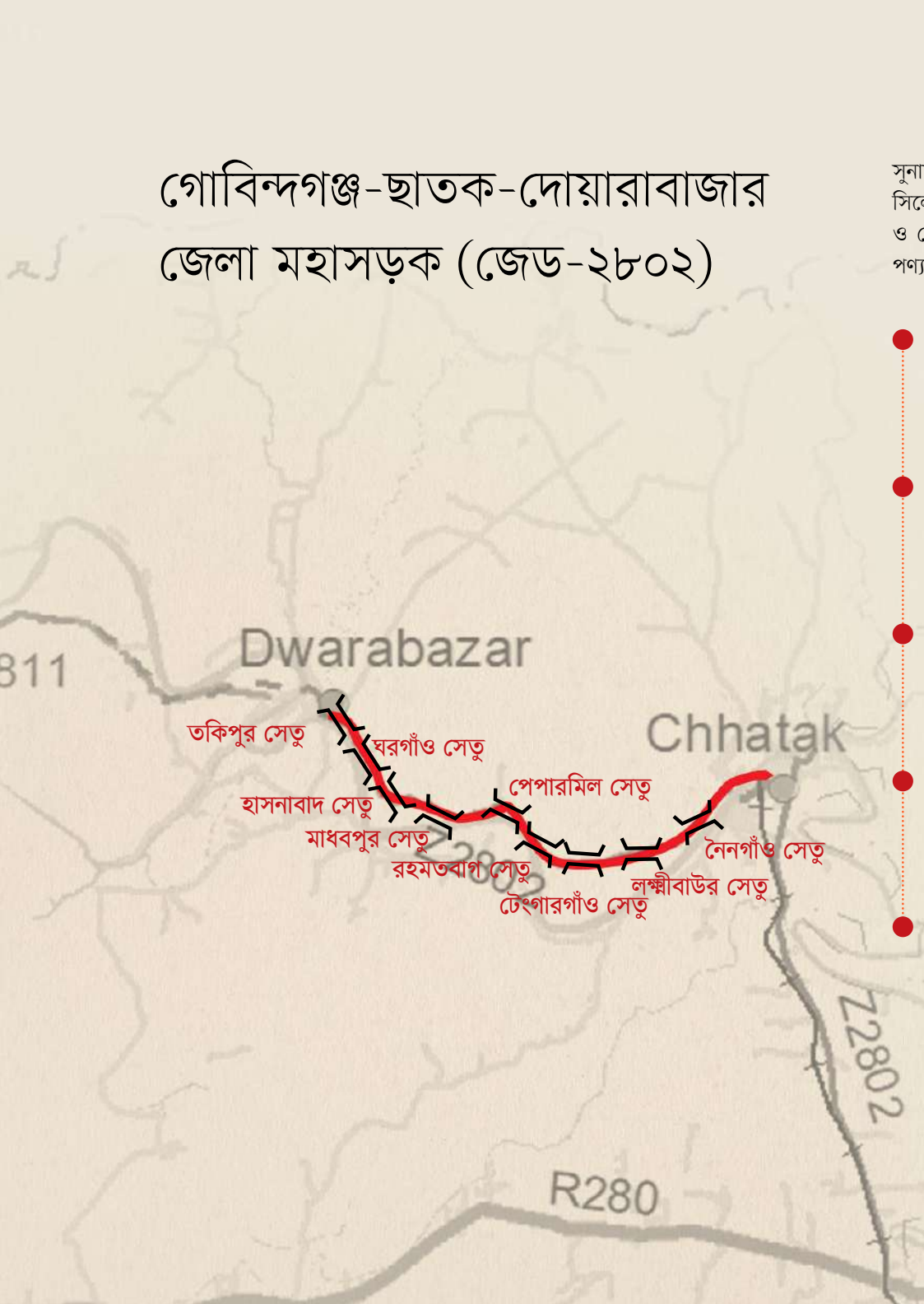

তকিপুর সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪০.৯৭
চেইনেজ (কিমি) ০+৫১২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৭.৩৬

ঘরগাঁও সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫৭.৭০
চেইনেজ (কিমি) ১+৫২৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১০.৩৬

হাসনাবাদ সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪০.৯৭
চেইনেজ (কিমি) ৫+৮২০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৭.৩৬

মাধবপুর সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৪.৮৮
চেইনেজ (কিমি) ৮+১১৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.২৬

পেপারমিল সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬৩.৭৯
চেইনেজ (কিমি) ১০+৩৬৬
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৬.৫২

রহমতবাগ সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬৪.৭৯
চেইনেজ (কিমি) ১১+৪০৯
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৬.৫২

টেংগারগাঁও সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১৪+৬১৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৭.৩৯

লক্ষ্মীবাউর সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৪.৮৮
চেইনেজ (কিমি) ১৯+৪৫০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.৮০

নৈনগাঁও সেতু
দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ২৩+৫১৯
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.২০

তকিপুর সেতু

ঘরগাঁও সেতু

মাধবপুর সেতু

হাসনাবাদ সেতু

পেপারমিল সেতু

রহমতবাগ সেতু

লক্ষ্মীবাউর সেতু

টেংগারগাঁও সেতু

নৈনগাঁও সেতু

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

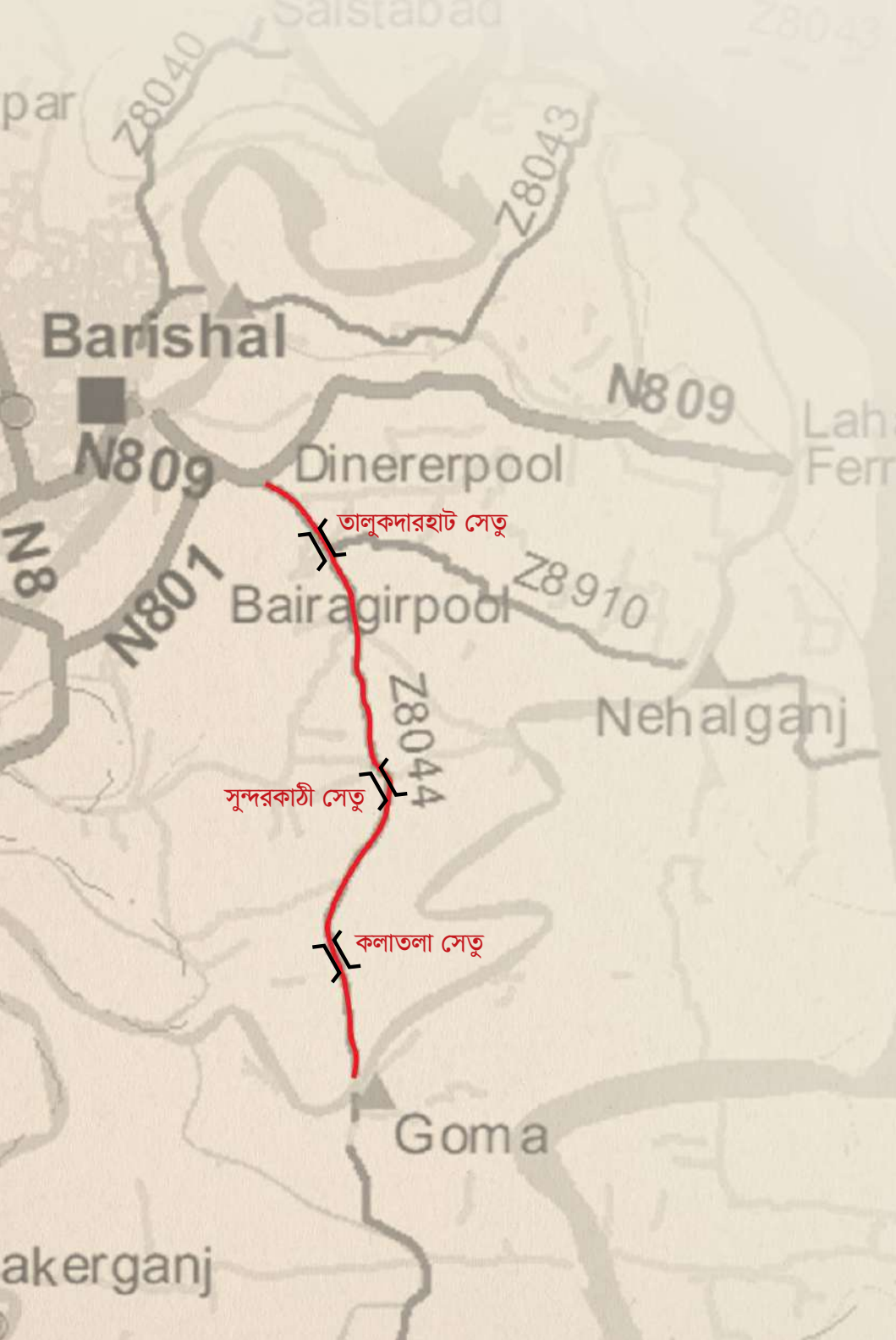

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০৪৪)

বরিশাল সদর উপজেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলার সংযোগকারী এই মহাসড়কে তিনটি সেতু নির্মাণ উপজেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তালুকদারহাট সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ৩+৫৭১
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.৯৭

সুন্দরকাঠী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩৭.৯২
চেইনেজ (কিমি) ১৫+৩৭৬
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.৬১

কলাতলা সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৪.০২
চেইনেজ (কিমি) ১৬+৪৯৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.৩২

তালুকদারহাট সেতু

সুন্দরকাঠী সেতু

কলাতলা সেতু

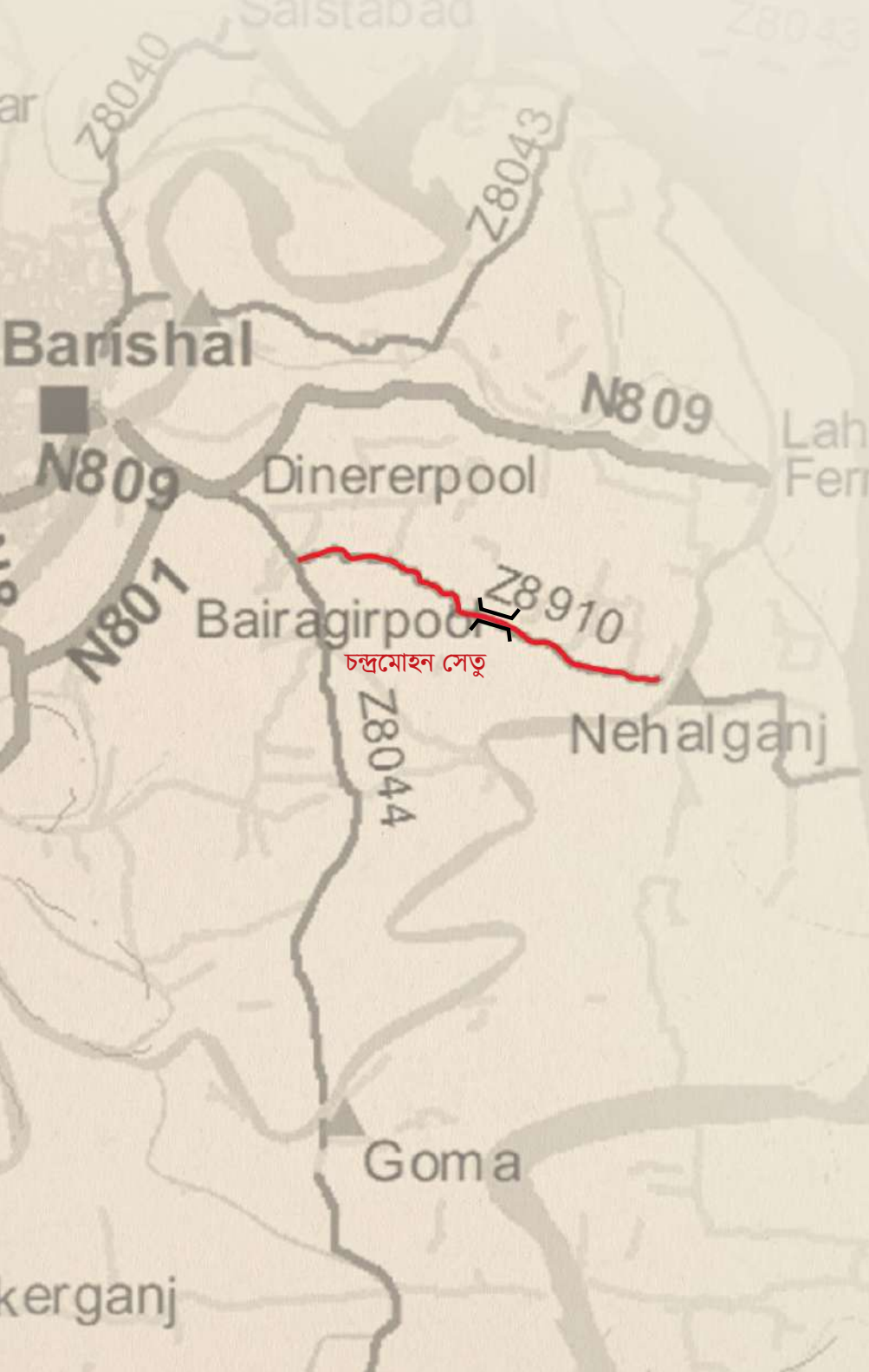

বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০)

বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল মহাসড়কটিতে নির্মিত সেতু বরিশাল সদর উপজেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার উন্নয়নে কার্যকরী প্রভাবক হিসাবে কাজ করবে।

- **চন্দ্রমোহন সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৬.৭৫
  চেইনেজ (কিমি) ১০+০৩০
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.১৩

চন্দ্রমোহন সেতু

ঝালকাঠি

মোঃ ফেরদৌস হাওলাদার

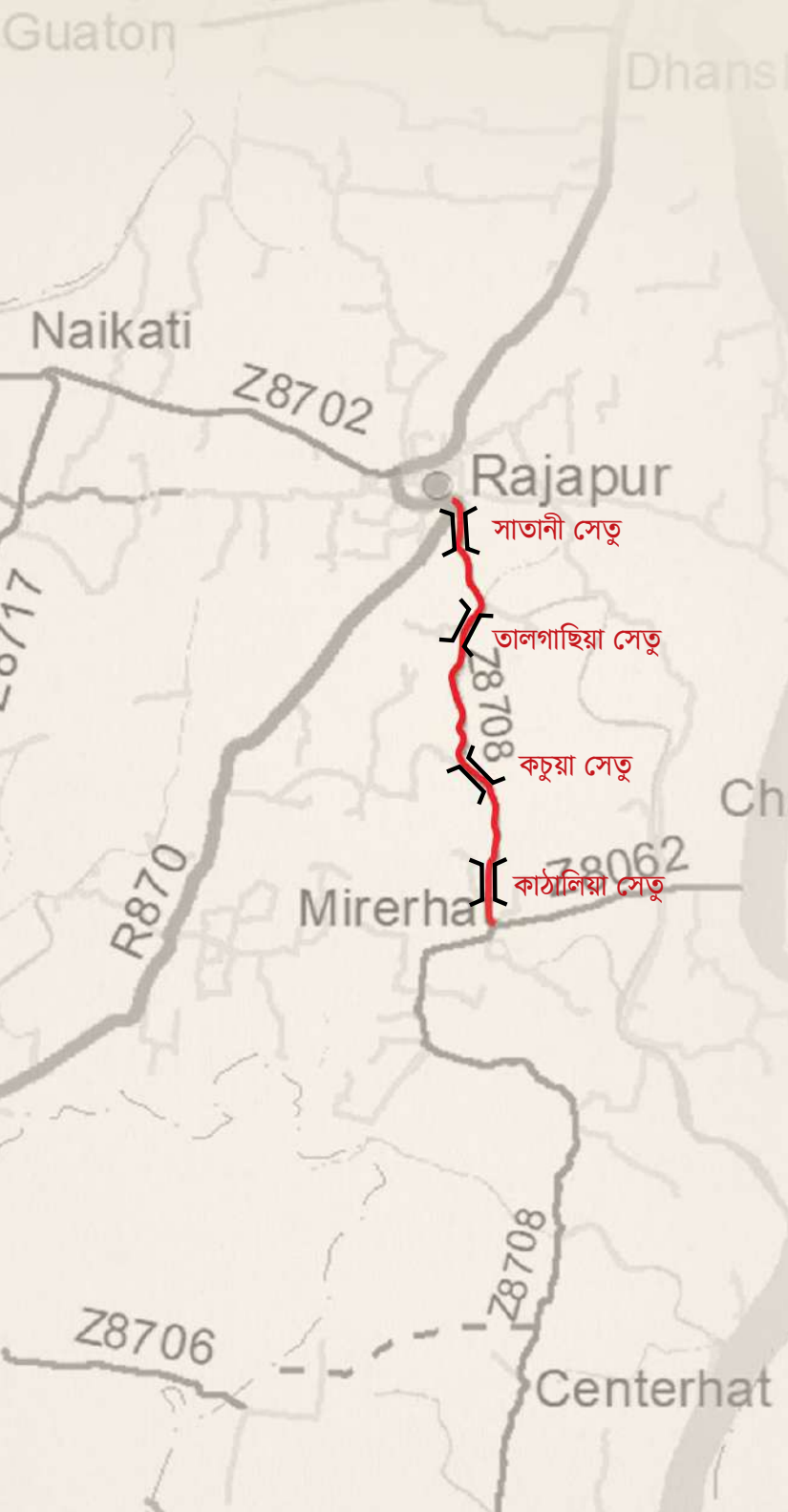

রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮)

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়কটি ঝালকাঠির রাজাপুর ও কাঠালিয়া উপজেলা এবং বরগুনার বামনা ও পাথরঘাটা উপজেলা সংযুক্ত করেছে। এই মহাসড়কে টেকসই সেতু নির্মাণ করায় উপজেলাসমূহের পণ্য সরবরাহ ও পরিবহন সহজতর হবে যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

সাতানী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ৪+৪৫০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.২৫

তালগাছিয়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৮৫.১৫
চেইনেজ (কিমি) ১৬.৭৭৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৪.২০

কচুয়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫৪.৬৫
চেইনেজ (কিমি) ১৮+২৪৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১১.১০

কাঠালিয়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৭৯.০৩
চেইনেজ (কিমি) ২৩+৮১৫
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৩.৩৮

তালগাছিয়া সেতু

সাতানী সেতু

কাঠালিয়া সেতু

কচুয়া সেতু

পিরোজপুর

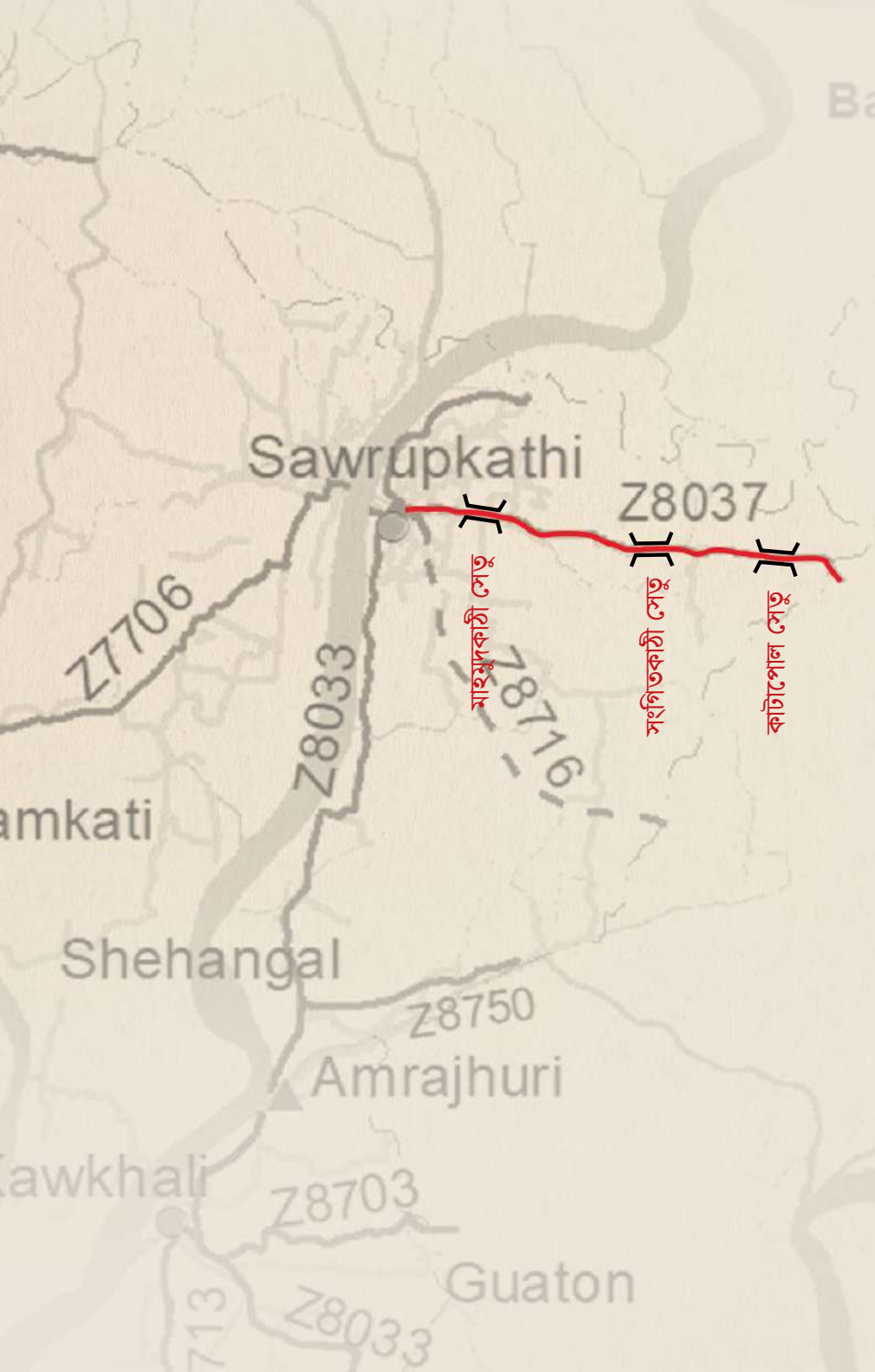

বরিশাল-কড়াপুর-নবগ্রাম-স্বরূপকাঠী জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০৩৭)

মহাসড়কটির সেতুসমূহ উন্নয়নের ফলে বরিশাল সদর, ঝালকাঠি সদর ও পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলাগুলোর মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উপজেলায় বসবাসরত জনগণের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে।

কাটাপোল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮২
চেইনেজ (কিমি) ২৯+০৯৬
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.৩৬

সংগিতকাঠী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৩০+০১৯
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.১৫

মাহমুদকাঠী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
চেইনেজ (কিমি) ৩১+১২২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.১৫

কাটাপোল সেতু

সংগিতকাঠী সেতু

মাহমুদকাঠী সেতু

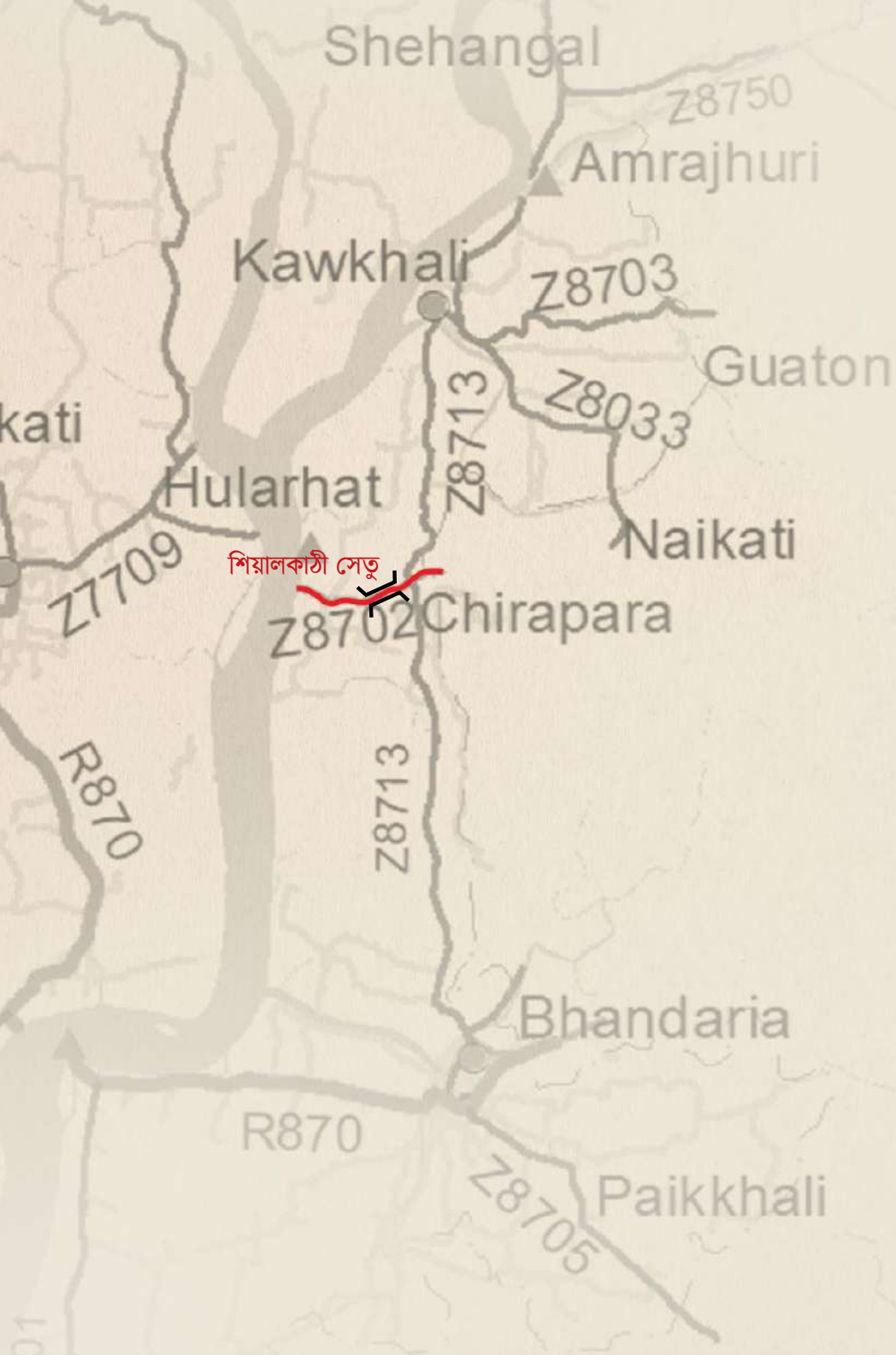

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৭০২)

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা এবং পিরোজপুর জেলার কাউখালী ও পিরোজপুর সদর উপজেলার সংযোগকারী এই মহাসড়কে একটি সেতু নির্মাণ করায় আন্তঃজেলা ব্যবসার প্রসার এবং জনগণের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হবে।

- **শিয়ালকাঠী সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৬.৭৫
  চেইনেজ (কিমি) ৮+৫৬৬
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.০৪

শিয়ালকাঠী সেতু

পটুয়াখালী

লেবুখালী-বাউফল- গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৮০৬)

পটুয়াখালী জেলার দুমকি, বাউফল, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ ও পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলাগুলোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন করে জনগণের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই মহাসড়কে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

- **দশমিনা কলেজ সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
  চেইনেজ (কিমি) ৪০+৩৮৮
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.১৭

দশমিনা কলেজ সেতু

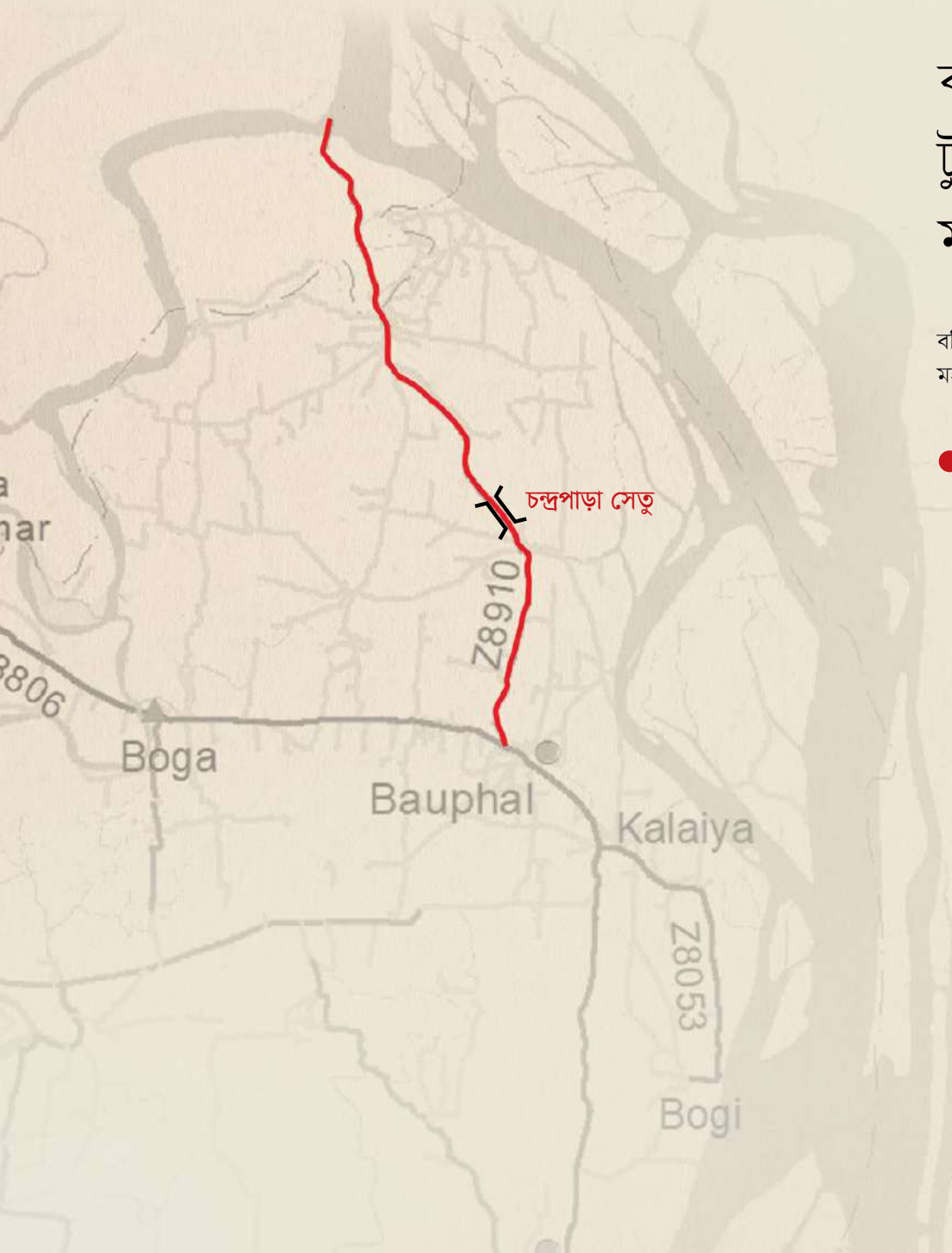

বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০)

বরিশাল সদর উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা সংযুক্ত করার মাধ্যমে মহাসড়কটি উপজেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **চন্দ্রপাড়া সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.৭৪
  চেইনেজ (কিমি) ৪০+১০০
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৩.৮০

চন্দ্রপাড়া সেতু

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

ঢাকা বিভাগ

মানিকগঞ্জ

মাহামুদুল হাসান

ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫)

দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম প্রবেশ পথ এই জাতীয় মহাসড়কের মানিকগঞ্জ জেলা অংশে পুরনো সেতুটি প্রতিস্থাপন করে নতুন সেতু নির্মাণ করে জাতীয় মহাসড়কে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলো।

- **গাজীখালী সেতু-২**
  - দৈর্ঘ্য (মিটার) ৮৫.১৫
  - চেইনেজ (কিমি) ৪২+৩২০
  - নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৩.৩৮

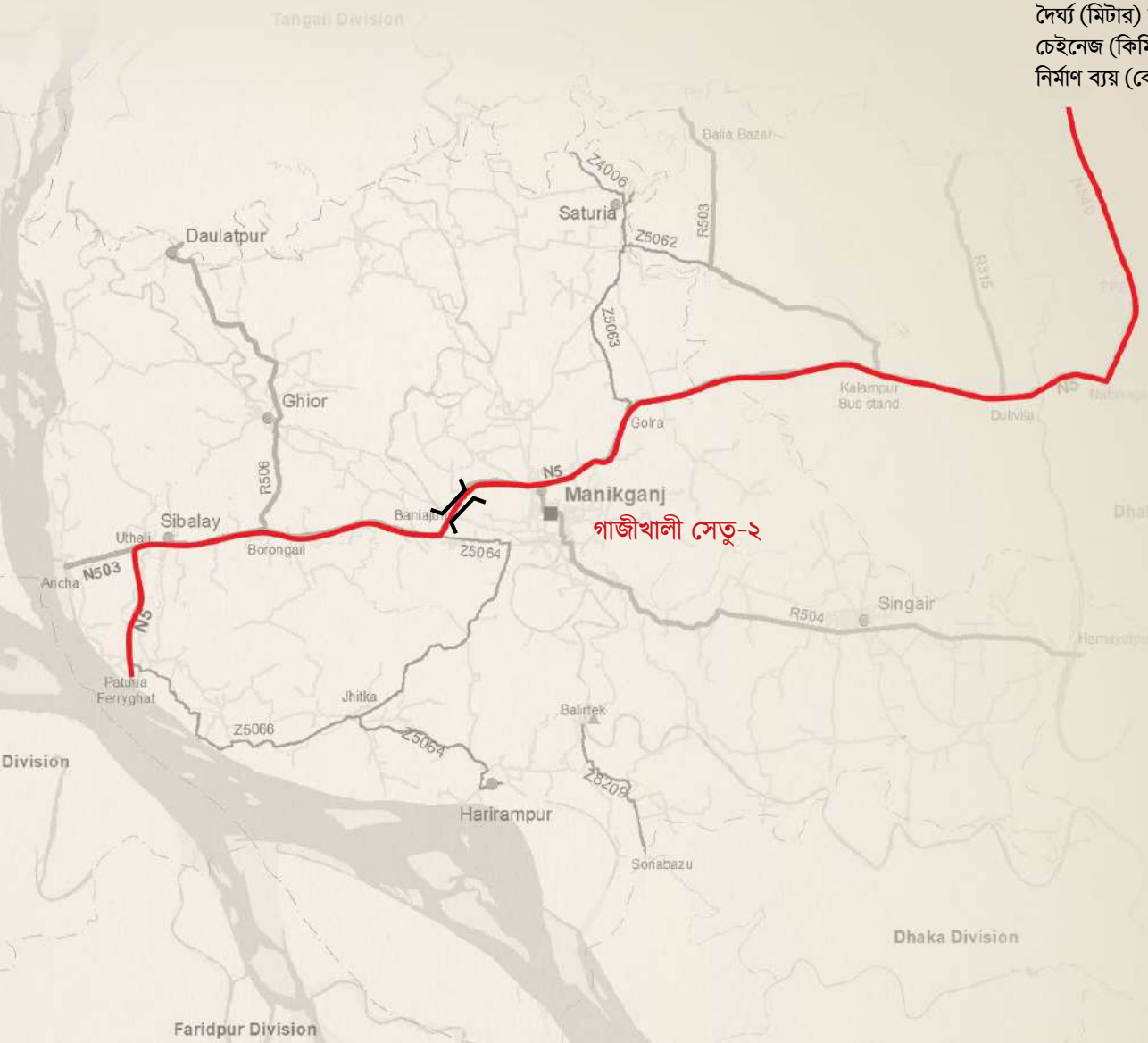

গাজীখালী সেতু-২

আরিচা (বরংগাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬)

টাঙ্গাইল জেলা হতে আরিচা পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগের জন্য এই মহাসড়ক ব্যবহৃত হয়।

- **ঘিওর সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ১০৩.৪৩
  চেইনেজ (কিমি) ৫+২৩০
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪৩.৪৭

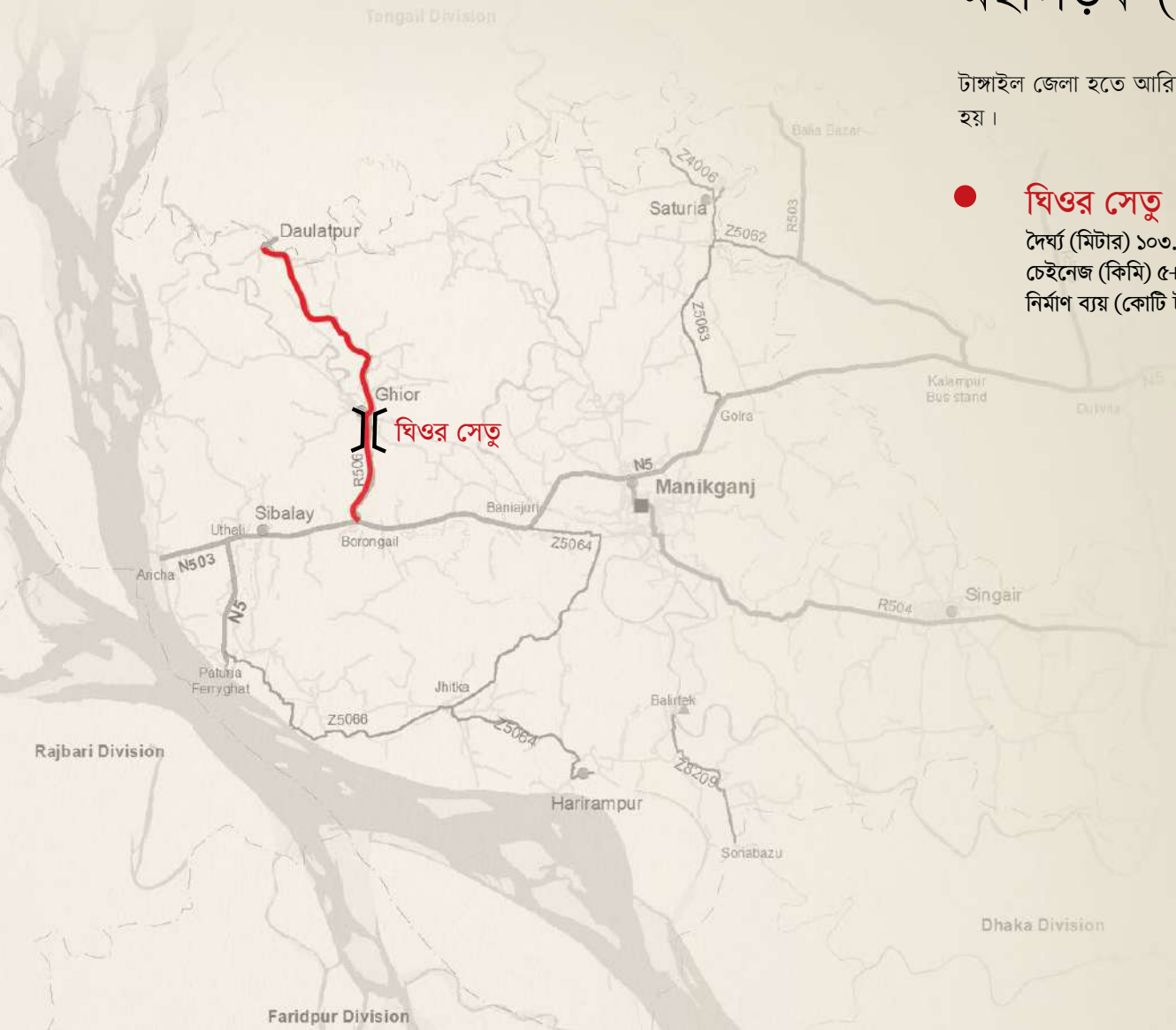

ঘিওর সেতু

মাদারীপুর

ওয়াহিদুর রহমান

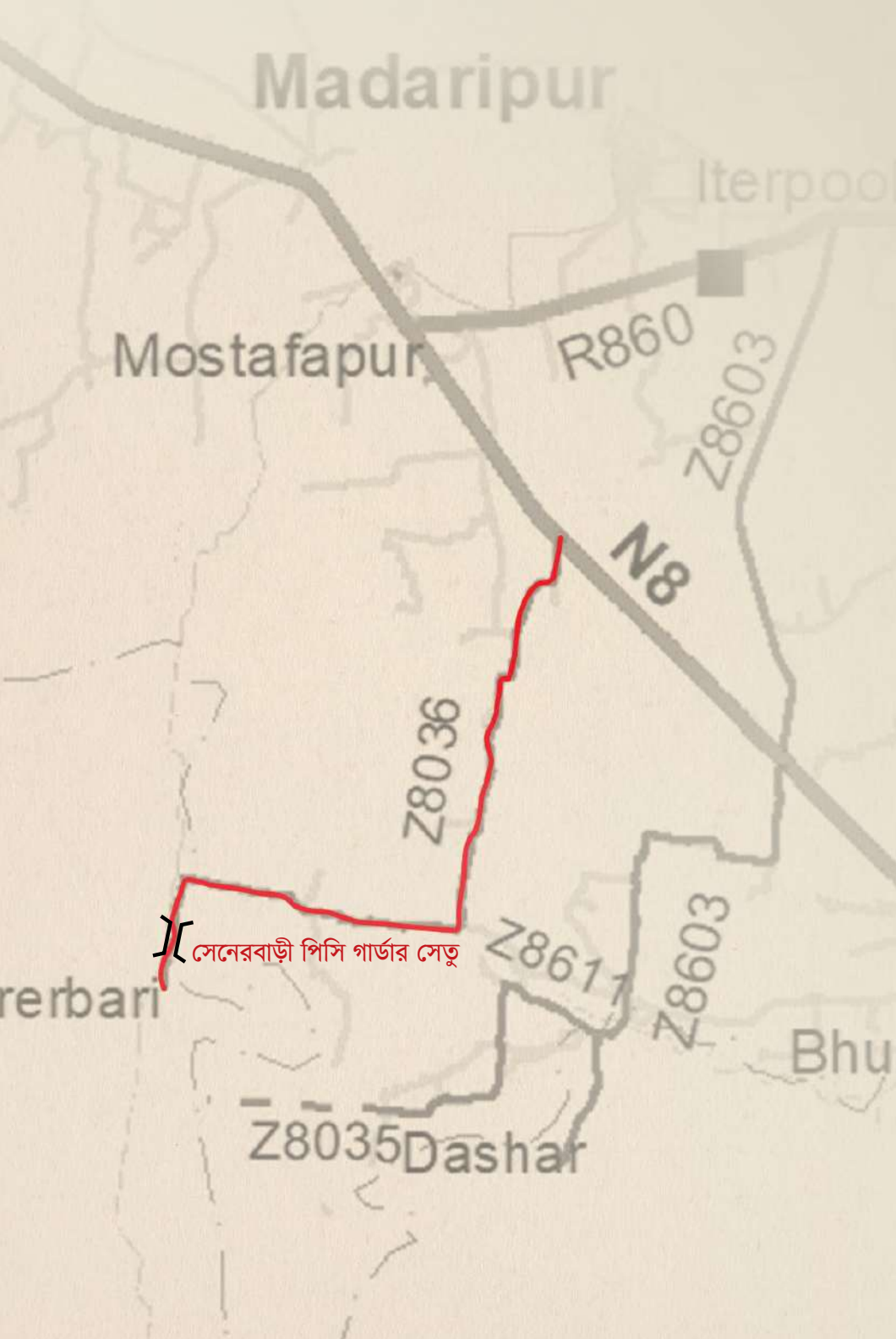

ভাঙ্গাব্রীজ-বোতলা-আইসার-ধামুসা-পিরেরবাড়ী জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০৩৬)

এই মহাসড়কে সেনেরবাড়ী পিসি গার্ডার সেতুটি মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলা ও কালকিনি উপজেলা এবং গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলাকে সংযুক্ত করায় অত্র এলাকায় সড়কের পণ্য সরবরাহ ও পরিবহন সহজতর হবে যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

- **সেনেরবাড়ী পিসি গার্ডার সেতু**
  - দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.২০
  - চেইনেজ (কিমি) ১+২১৩
  - নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.২৬

সেনেরবাড়ী পিসি গার্ডার সেতু

রাজবাড়ী

মহিবুল আলম

রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দি-জামালপুর-মধুখালী জেলা মহাসড়ক (জেড-৭১০২)

রাজবাড়ী জেলা সদরের সাথে বালিয়াকান্দি উপজেলার যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম এই মহাসড়কের জরাজীর্ণ, সরু সেতুসমূহ প্রতিস্থাপনপূর্বক টেকসই সেতু নির্মাণ করে বালিয়াকান্দি উপজেলার জনগণের সড়ক ভ্রমণ নিরাপদ ও দ্রুততর করা হয়েছে।

হরাই সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫৭.৭১
চেইনেজ (কিমি) ৭+৯০৭
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৮.৩০

গাইজার গাড়া সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৬৬.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ৮+৯৫৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৯.৬১

হুলাইল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ৯+৭৭২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৮

হরাই সেতু

গাইজার গাড়া সেতু

হুলাইল সেতু

শরীয়তপুর

খান শ্রাবণ

শরীয়তপুর (বুড়িরহাট-গোসাইরহাট) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৬০১)

সেতুটি শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট ও ডামুড্যা উপজেলাকে সংযুক্ত করায় এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা সহজতর হবে যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

- **বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.০০
  চেইনেজ (কিমি) ০+২৩০
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.৭৪

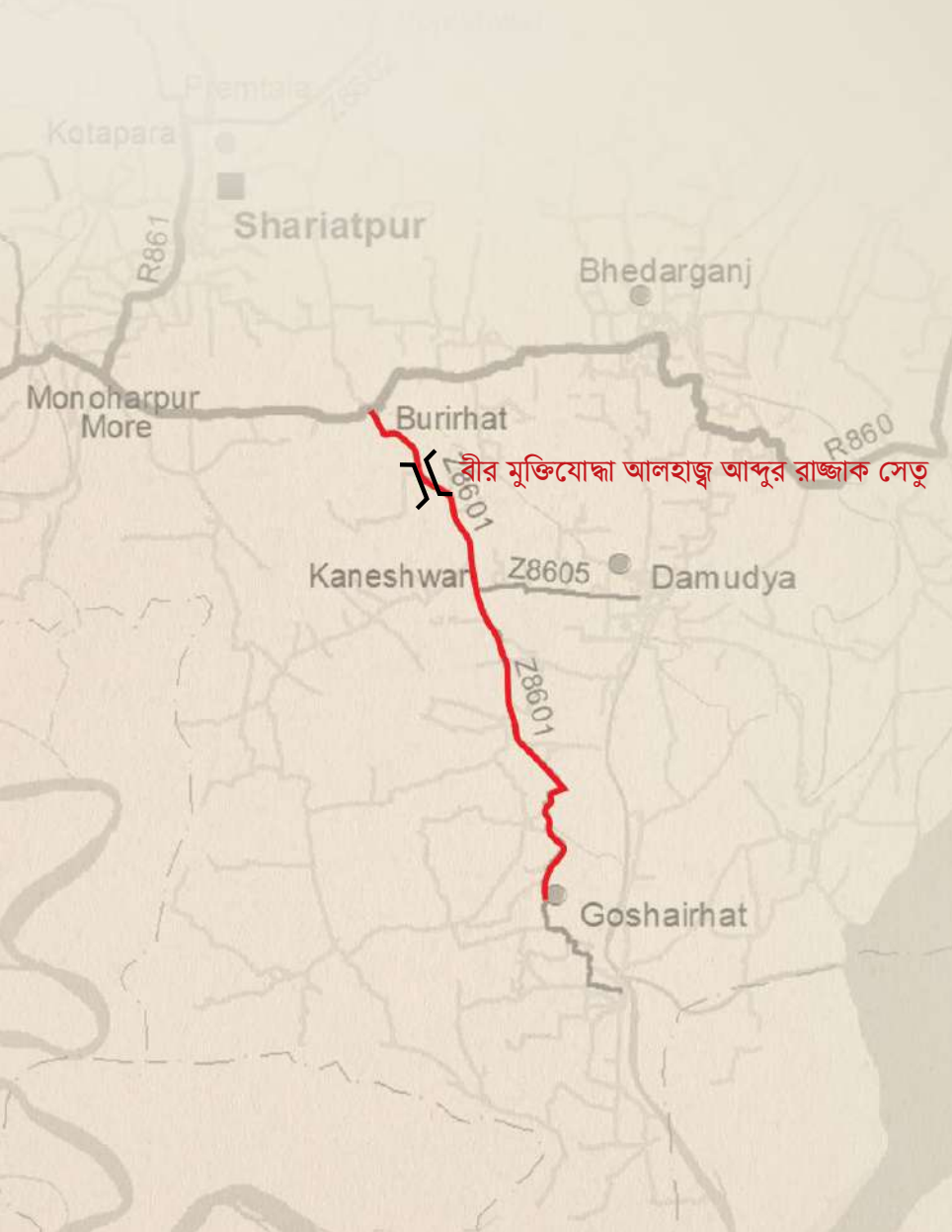

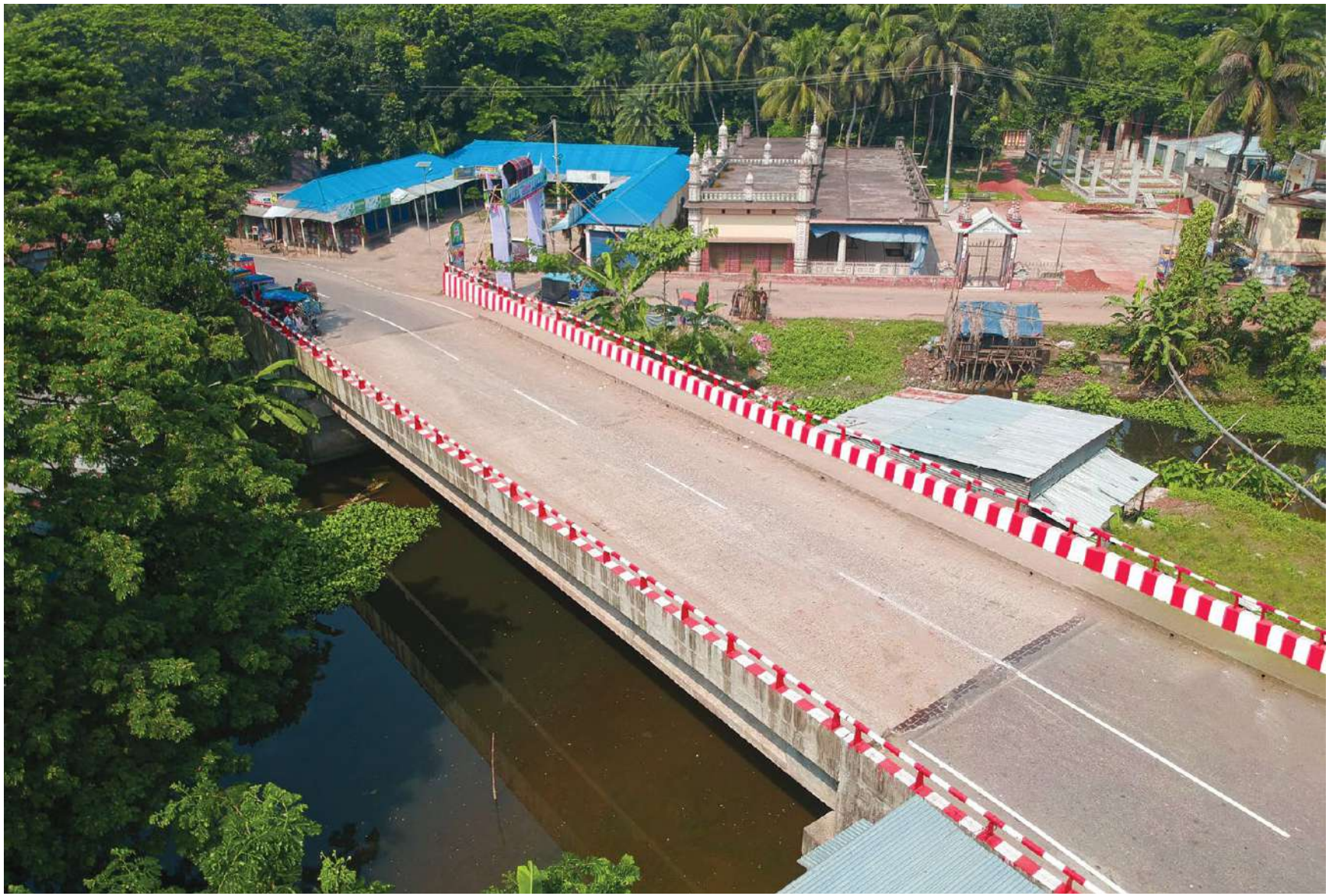

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক সেতু

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া

ধুনট-নাংলু-বালিয়াদিঘী-পোড়াদহ-পাঁচমাইল-গাবতলী-পীরগাছা-মোকামতলা (চৌকিরঘাট) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৭২)

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার সাথে শিবগঞ্জ উপজেলার সড়ক যোগাযোগের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ধুনট-পোড়াদহ- গাবতলী- পীরগাছা-মোকামতলা (জেড-৫০৭২) জেলা মহাসড়কটির ৩৯তম কিলোমিটারে গজারিয়া খালের উপর নির্মিত হয়েছে হোসেনপুর সেতু। সেতুটির নির্মাণে বগুড়া জেলার গাবতলী ও শিবগঞ্জ উপজেলার জনসাধারণের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদতর হলো।

- **হোসেনপুর সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ২২.৬৮
  চেইনেজ (কিমি) ৩৮+২০০
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৪০

সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর-ধুনট-শেরপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৪০১)

সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর-ধুনট-শেরপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৪০১) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার সাথে ধুনট উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। সড়কের ৫০তম কিলোমিটারে বোয়ালকান্দি-পারুনী খালের উপরে অবস্থিত জরাজীর্ণ ও সরু স্টিল সেতুটির জন্য এই সড়কে চলাচল ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে স্থায়ী বোয়ালকান্দি সেতুটি নির্মিত হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কটিতে ভারী যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।

- **বোয়ালকান্দি সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৭.০০
  চেইনেজ (কিমি) ৪৯+৫০০
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৯.৩২

হোসেনপুর সেতু

বোয়ালকান্দি সেতু

নওগাঁ

মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই জেলা মহাসড়ক (জেড-৬৮৫৬)

নওগাঁ জেলার আত্রাই ও মান্দা উপজেলার জনগণের যাতায়াতের প্রধানতম মহাসড়কে নির্মিত সেতু উপজেলা দুইটির ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

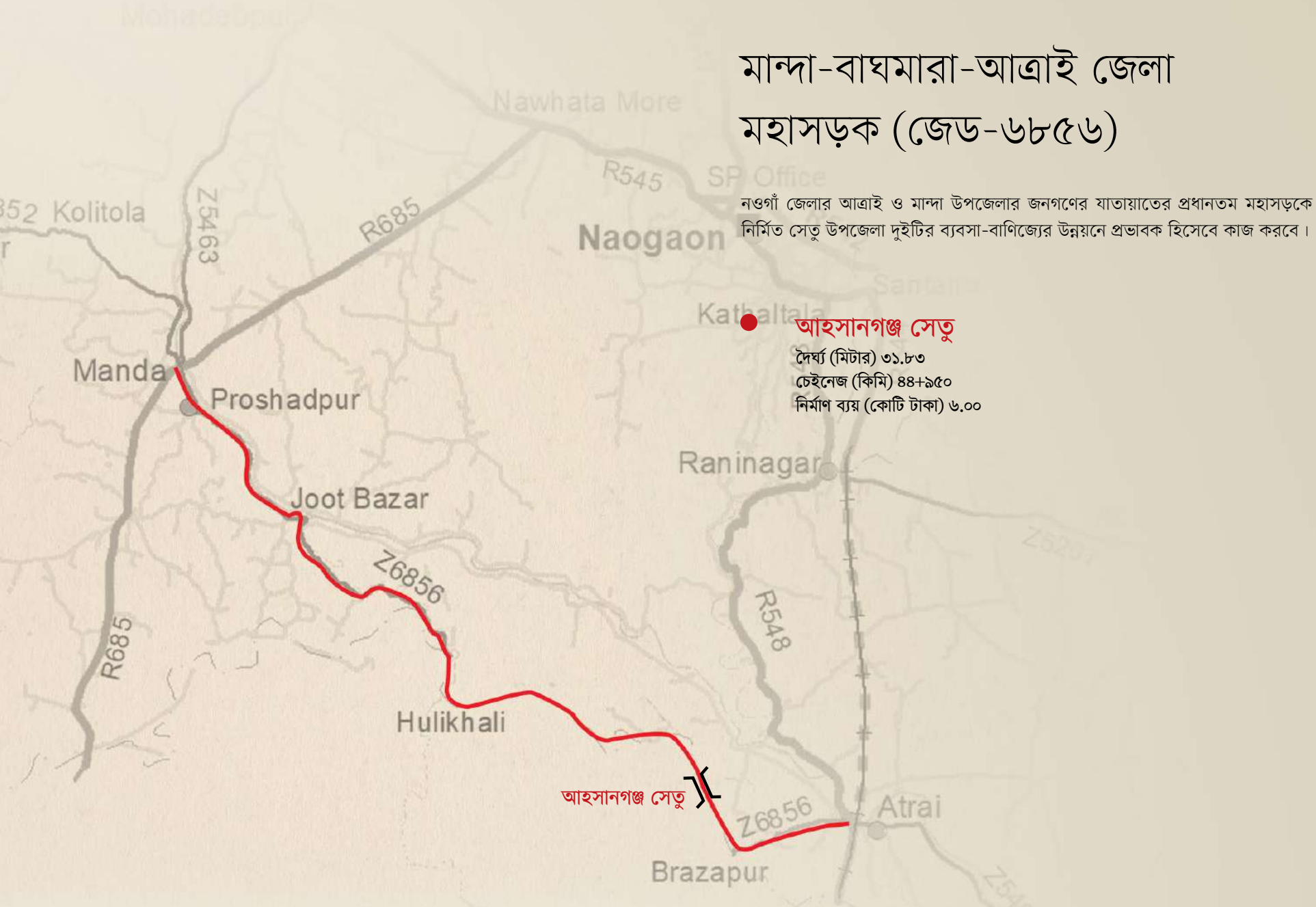

আহসানগঞ্জ সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৩১.৮৩
চেইনেজ (কিমি) ৪৪+৯৫০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.০০

আহসানগঞ্জ সেতু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কানসাট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (বাংগাবাড়ী) জেলা মহাসড়ক (জেড-৬৮০২)

সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি নিরাপদ, দ্রুততর সড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই মহাসড়কে একটি সেতু নির্মিত হয়েছে। এর ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট, রহনপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ উপকৃত হবে।

- **ত্রিমোহনী সেতু**
  - দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪২.০০
  - চেইনেজ (কিমি) ৫+৪৫০
  - নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৫.৪৭

ত্রিমোহনী সেতু

নাটোর

নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫৪৮)

উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ দুই জেলা নওগাঁ এবং এবং নাটোরের সরাসরি সংযোগ হয়েছে এই মহাসড়কের মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কে টেকসই সেতু নির্মাণ দেশের উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে একটি সামগ্রিক প্রভাব ফেলবে। উপকৃত হবে একটি বিশাল জনপদের জনগণ।

বাজে হালতী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ২২.৬৮
চেইনেজ (কিমি) ৩৭+০৫০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৮০

বাজে হালতী সেতু

পাবনা

ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫)

মহাসড়কটি দেশের বিভিন্ন স্থান হতে পাবনা জেলা সদরসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে রাজধানীসহ সমগ্র দেশের সড়ক পথে যোগাযোগের একটি সহজ মাধ্যম যা এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সমূহের যানবাহন উক্ত সড়কে যাতায়াত করে থাকে। পুরাতন, সরু এবং ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর স্থলে আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ করার ফলে মহাসড়কের যাতায়াত ব্যবস্থা আরো সহজতর ও নির্বিঘ্ন হয়েছে।

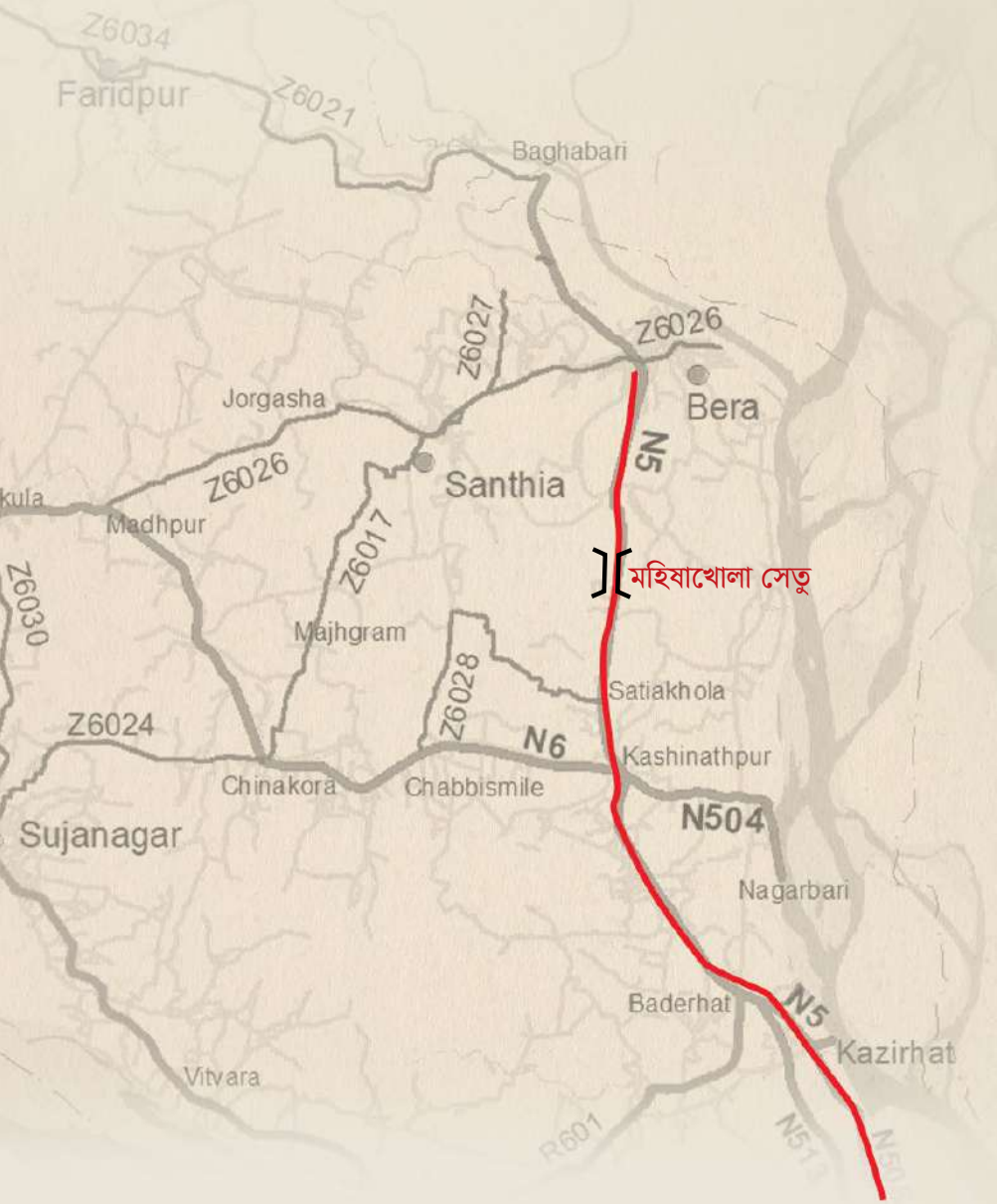

- **মহিষাখোলা সেতু**
  - দৈর্ঘ্য (মিটার) ২২.৬৮
  - চেইনেজ (কিমি) ১১৬+৫৮২
  - নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.৫৭

মহিষাখোলা সেতু

রাজশাহী

রেজাউল করিম

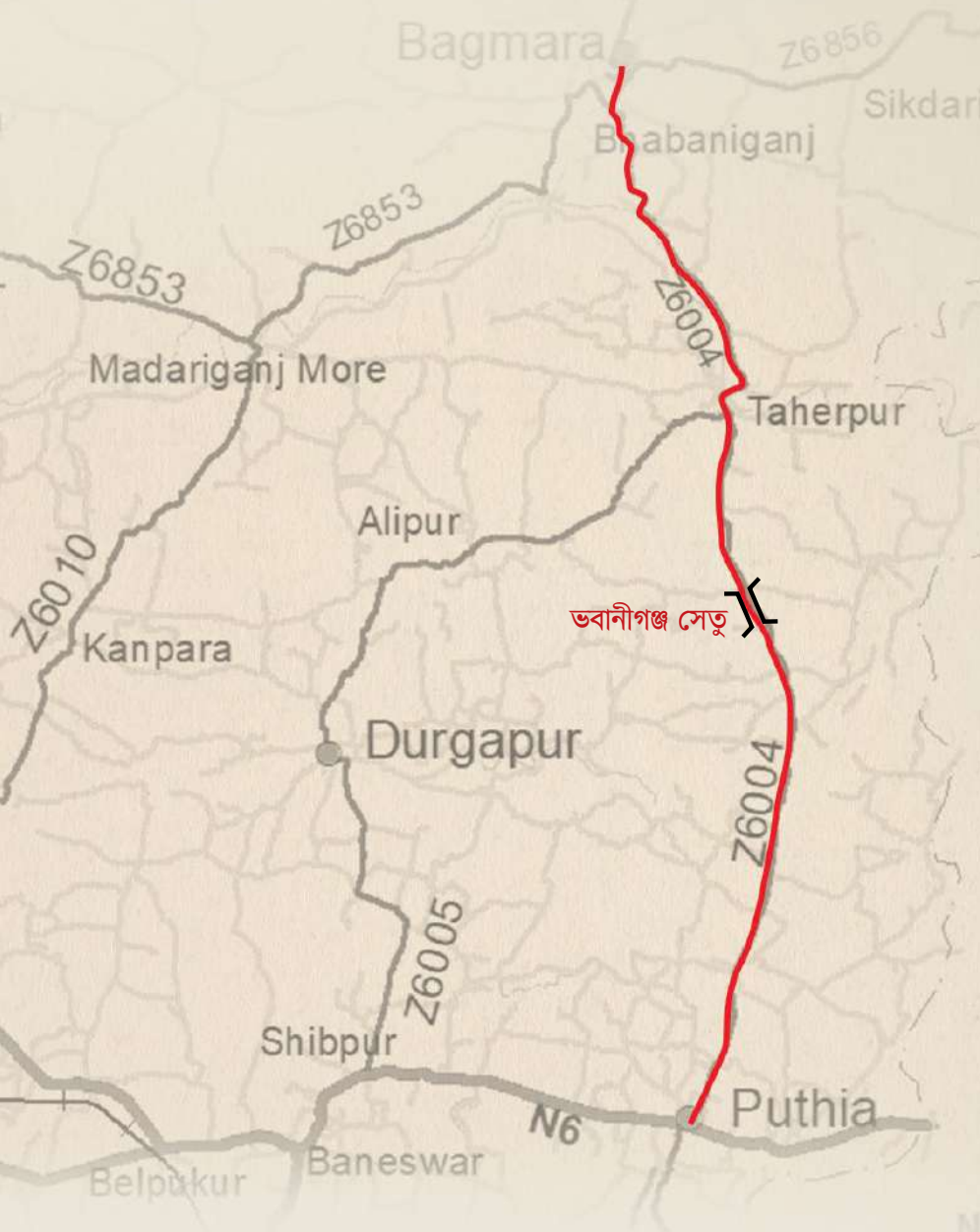

পুঠিয়া-বাগমারা জেলা মহাসড়ক (জেড-৬০০৪)

মহাসড়কটি জাতীয় মহাসড়ক এন-৬ এর ১১৭তম কিলোমিটারে পুঠিয়া নামক বাজার হতে শুরু করে বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর পৌরসভা হয়ে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার সাথে মিলিত হয়েছে। এই মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে 'ভবানীগঞ্জ ব্র্যাক মোড়' নামক স্থানে বহু বছরের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ১টি সরু বেইলি সেতুর স্থলে স্থায়ী গার্ডার সেতু নির্মাণ করার ফলে উক্ত অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা আরো সহজতর ও নির্বিঘ্ন হবে। বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি পণ্য, মাছ, পানসহ বিভিন্ন পণ্য রাজধানীসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন দ্রুততর হবে। ফলশ্রুতিতে কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের অর্থনীতি হবে সমৃদ্ধতর।

ভবানীগঞ্জ সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫৭.৭১
চেইনেজ (কিমি) ২৬+৩৪৮
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৭.৬১

ভবানীগঞ্জ সেতু

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

ময়মনসিংহ বিভাগ

নেত্রকোণা

সীমান্ত মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ) (জেড-২৮৩৪)

নেত্রকোণা জেলার সীমান্ত মহাসড়কটির উপর অবস্থিত নবনির্মিত সেতু তিনটি নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা ও দুর্গাপুর উপজেলাকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে উপজেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

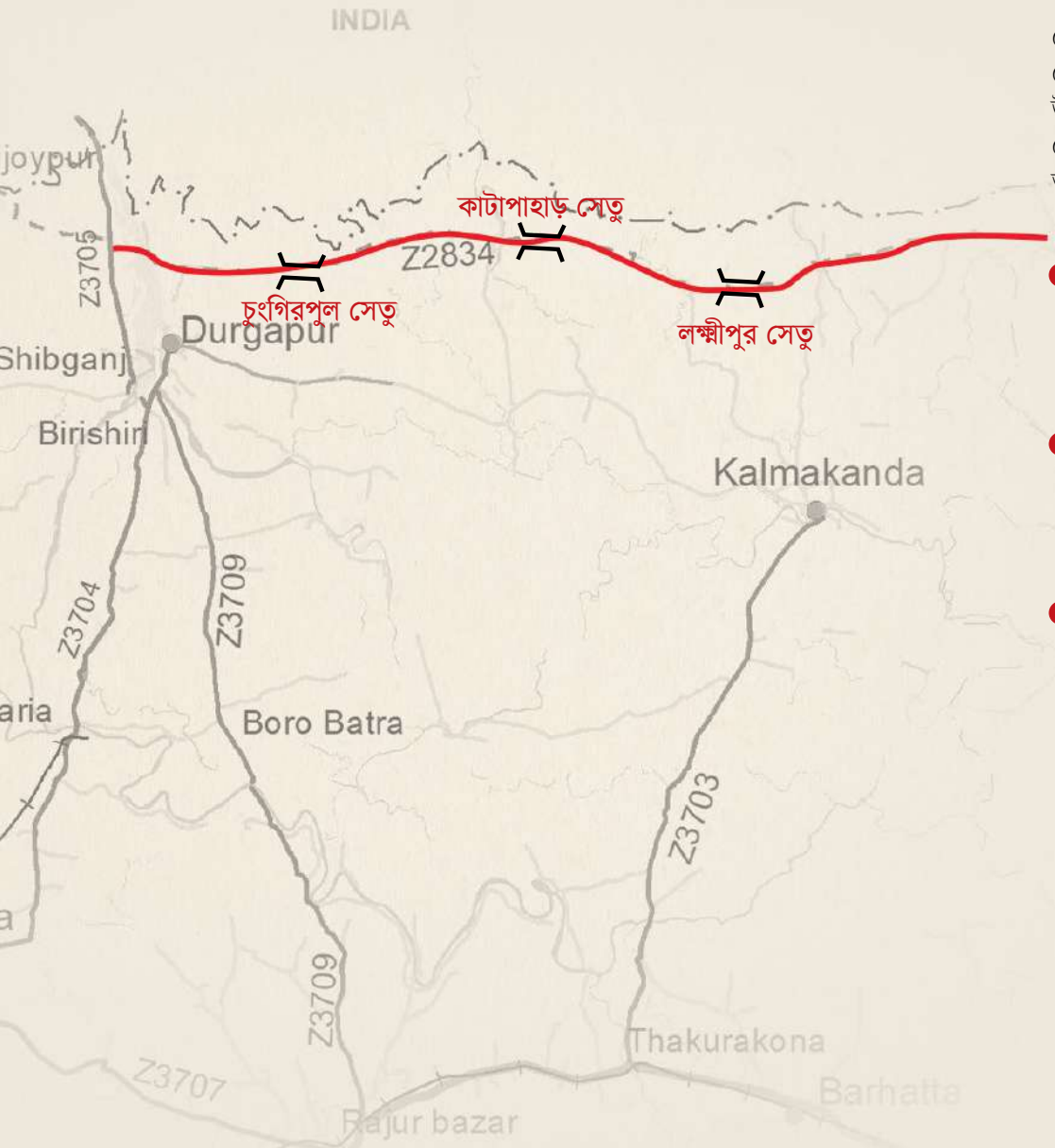

চুংগিরপুল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫০.৮৮
চেইনেজ (কিমি) ২১+২০০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.০৪

কাটাপাহাড় সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৫০.৮৮
চেইনেজ (কিমি) ২৩+৯০০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.০৭

লক্ষ্মীপুর সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৪৪.০২
চেইনেজ (কিমি) ২৪+৯০০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৬.৮০

চুংগিরপুল সেতু

কাটাপাহাড় সেতু

লক্ষ্মীপুর সেতু

শেরপুর

তানভীর রাহাত

জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৪৬০)

দেশের দূরপ্রান্তের শেরপুর জেলার সাথে জামালপুর জেলা হয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর সরাসরি যোগাযোগের একমাত্র সড়ক, জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও আঞ্চলিক মহাসড়কের ৭ম কিলোমিটারে শিমুলতলী এবং ৯ম কিলোমিটারে পোড়াদহ নামক স্থানে নব্বই দশকে নির্মিত ২ টি কজওয়ে প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র নদীর বন্যায় প্লাবিত হতো। ফলে এ সড়কটিতে প্রতি বছর অন্তত ১৫-৩০ দিন যান চলাচল বন্ধ থাকতো। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ১২৫ মিটার দীর্ঘ ২ টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

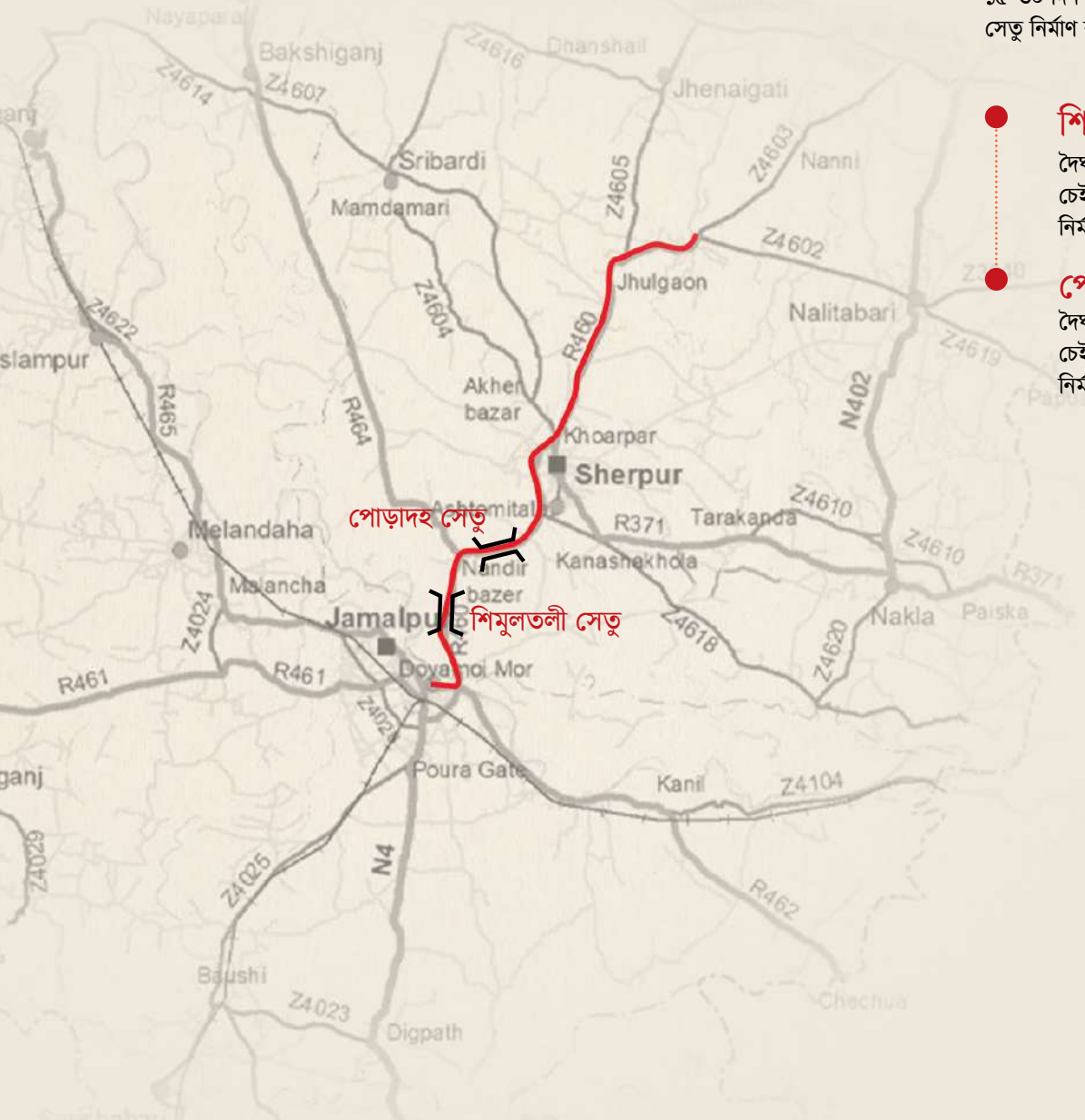

শিমুলতলী সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ১২৫.৫০
চেইনেজ (কিমি) ৬+৬৯২
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ২০.৯২

পোড়াদহ সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ১২৫.৫০
চেইনেজ (কিমি) ৮+৪২১
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৮.৭৫

শিমুলতলী সেতু

পোড়াদহ সেতু

পোড়াদহ সেতু

ময়মনসিংহ

ভালুকা-সখিপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৩০৩০)

মহাসড়কটি জাতীয় মহাসড়ক এন-৩ এর সাথে টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলাকে যুক্ত করে বিধায় মহাসড়কটি আঞ্চলিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাসড়কে নির্মিত সেতুটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে উন্নততর করবে।

- **মল্লিকবাড়ী সেতু**
  দৈর্ঘ্য (মিটার) ৯৭.৩৪
  চেইনেজ (কিমি) ৫+৯৬২
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৯.২৬

মল্লিকবাড়ী সেতু

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগে

রংপুর বিভাগ

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম- নাগেশ্বরী -ভূরুঙ্গামারী - সোনাহাট স্থলবন্দর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫১২)

কুড়িগ্রাম জেলার ৪টি উপজেলা- ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, এবং কুড়িগ্রাম সদরের সাথে মহাসড়কটির সংযোগ রয়েছে। এই সড়কের ৩১তম কি.মি. এ ফুলকুমর নদীর উপর ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতুটি নির্মিত হওয়ায় চার উপজেলার জনগণের সড়ক সংযোগ নির্বিঘ্ন হবে। উপরন্তু সোনাহাট স্থলবন্দরের সাথে সমগ্র বাংলাদেশের ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি কৃষি নির্ভর প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যাদি জেলা সদর হতে বিভাগীয় শহরে এবং রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত এই রায়গঞ্জ সেতুটি নির্মিত হওয়ায় সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

রায়গঞ্জ সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ৯৪.২৯
চেইনেজ (কিমি) ৩০+০৪৩
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৪.৫৩

রায়গঞ্জ সেতু

গাইবান্ধা

জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)

মহাসড়কটি জয়পুরহাট জেলা হতে বাণিজ্যিক উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ হয়ে গাইবান্ধা জেলা শহরের সাথে যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত এবং ব্যয়সাশ্রয়ী মাধ্যম। মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এবং কলকারখানা অবস্থিত। সম্প্রতি মহাসড়কটিকে ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটারে প্রশস্ত করা হয়। প্রশস্তকৃত মহাসড়কের পূর্ণ উপযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারের সরাই খালের উপর সরু, পুরানো, জরাজীর্ণ সেতুটিকে একটি স্থায়ী সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে মহাসড়কে যানজট নিরসন হবে। শিল্প এবং কৃষি পণ্য দ্রুততম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে। জয়পুরহাট, গাইবান্ধা জেলার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

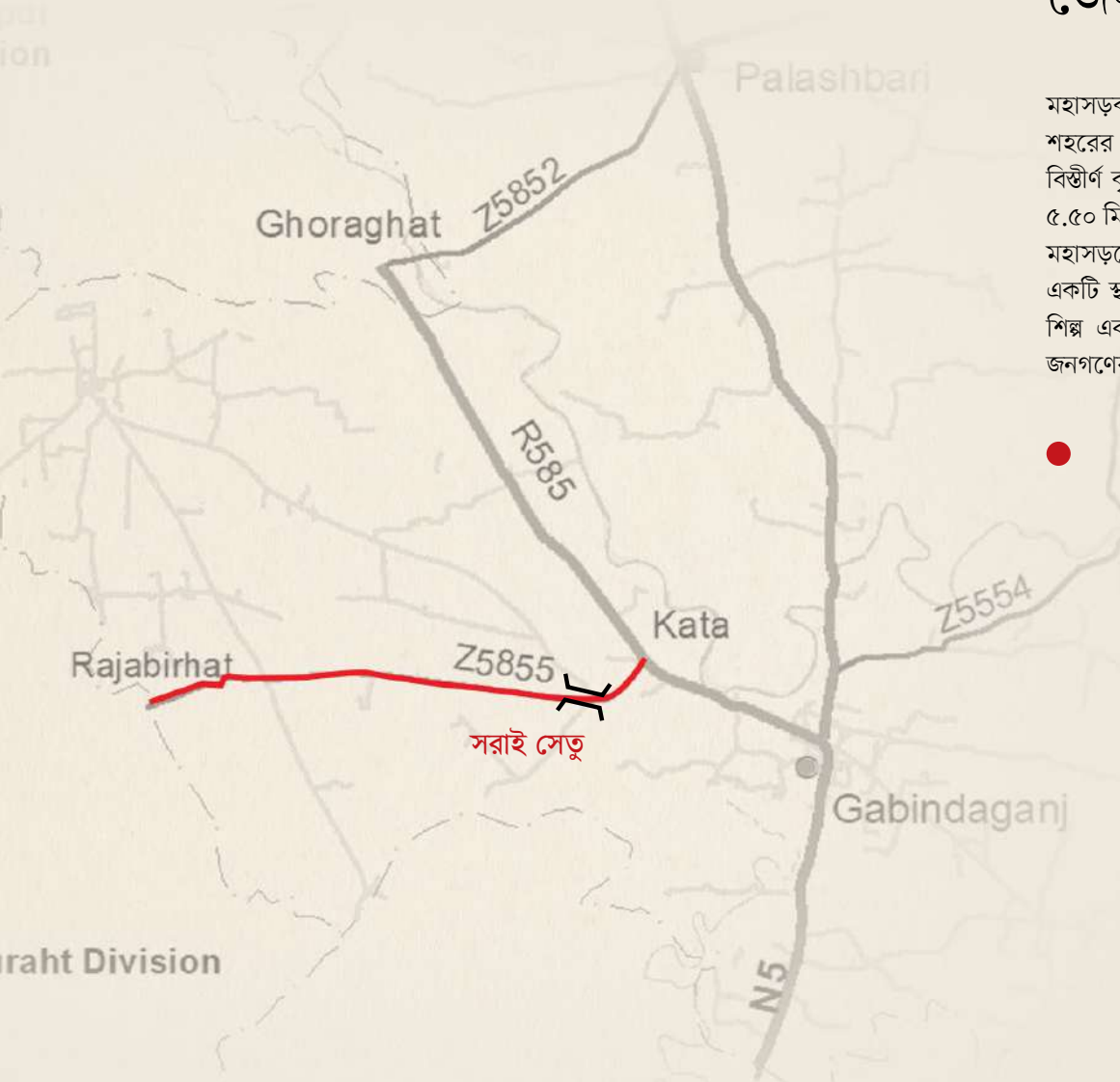

- **সরাই সেতু**

  দৈর্ঘ্য (মিটার) ২৫.১১
  চেইনেজ (কিমি) ২৪+৩৯২
  নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ৪.০২

সরাই সেতু

দিনাজপুর

বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৭)

বীরগঞ্জ-কাহারোল (জেড-৫০০৭) মহাসড়কটি জাতীয় মহাসড়ক এন-৫ এর ৪০৮তম কিলোমিটারে বীরগঞ্জ উপজেলা সদরে আরম্ভ হয়ে কাহারোল উপজেলা সদরে সমাপ্ত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার চারটি উপজেলা বীরগঞ্জ, কাহারোল, বোচাগঞ্জ ও দিনাজপুর সদরের সাথে সড়কটির সংযোগ রয়েছে। এই মহাসড়কে ১১২.৫৬ মিটার দীর্ঘ কাহারোল সেতুটি নির্মিত হওয়ায় এই চার উপজেলার জনগণ একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে, উন্নততর হবে দেশের সীমান্তবর্তী জেলার জনগণের জীবন।

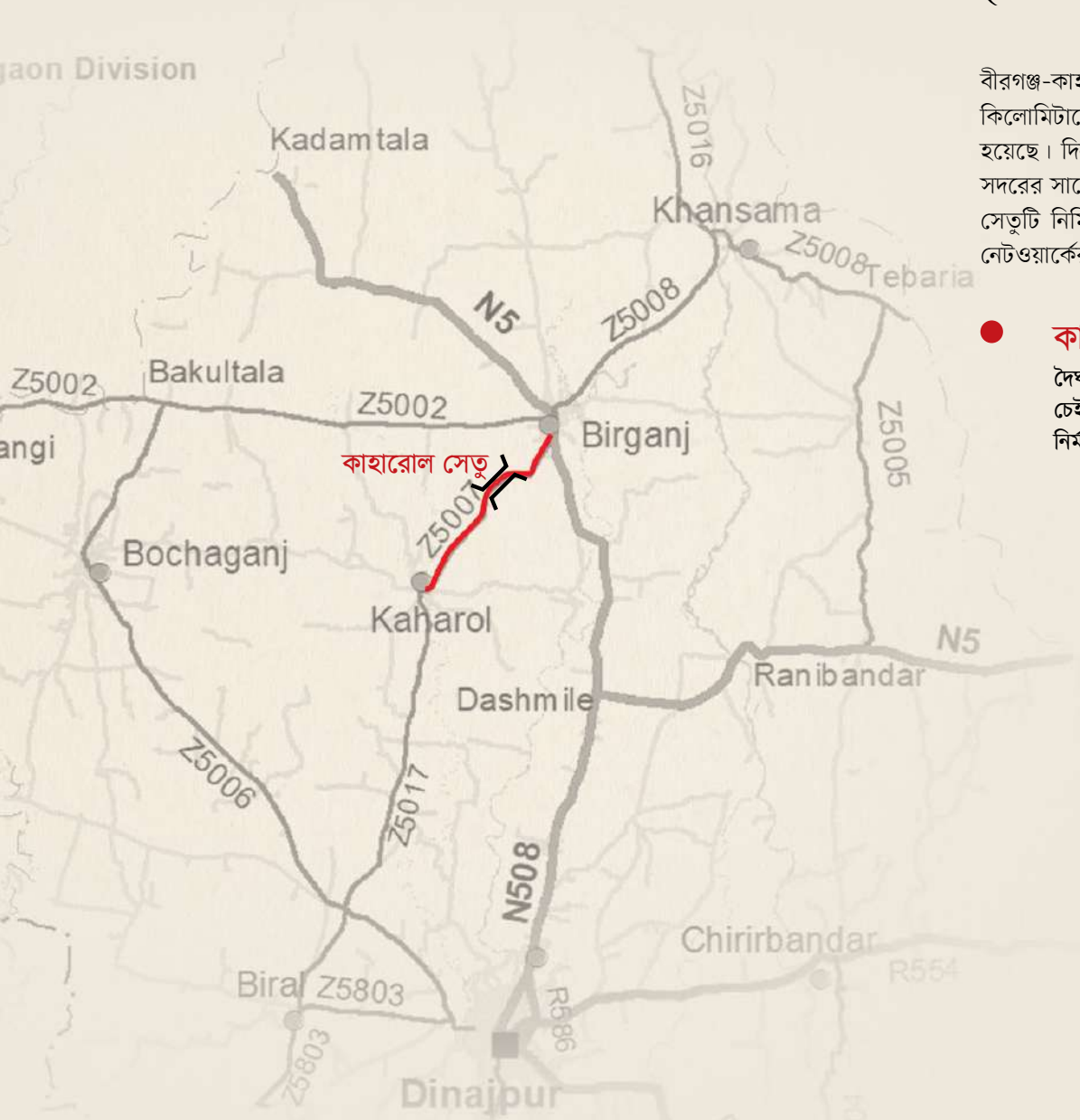

কাহারোল সেতু

দৈর্ঘ্য (মিটার) ১১২.৫৬
চেইনেজ (কিমি) ৯+৭৮০
নির্মাণ ব্যয় (কোটি টাকা) ১৫.০০

কাহারোল সেতু

‘শত সেতু’র নির্মাণ নিঃসন্দেহে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের মহাসড়কে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। ‘শত সেতু’ নির্মাণের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। সেতুসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেতু নির্মিত হয়েছে পার্বত্য জেলায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি পার্বত্য জেলাসমূহ পর্যটন শিল্পের জন্য অপার সম্ভাবনাময়। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য জেলাসমূহে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার প্রসার ও কৃষি বিপণনেও সেতুসমূহ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া দেশের বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্কে মিসিং লিংকে সেতু নির্মাণ, জরাজীর্ণ ও সরু সেতু প্রতিস্থাপনের ফলে মহাসড়কে দূরত্ব হ্রাসসহ ভ্রমণ হবে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। ফলে সৃষ্টি হবে বিনিয়োগ সম্ভাবনা; কর্ম-সংস্থানের নতুন সুযোগ। উন্নততর হবে মানুষের জীবনযাত্রা। উন্নয়নের সোপান বেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ পরিণত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায়।

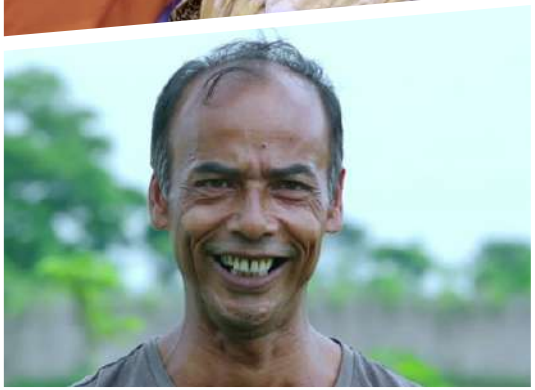

DISTURBED

‘শত সেতু’র অপার সম্ভাবনা: উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী পথ দেখিয়েছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকায় তিনি একটি সুপ্রণীত পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রম ও অপরিহার্য আত্মত্যাগের অঙ্গীকার গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মেরুদণ্ড হিসেবে পরিবহন খাতের যে ভূমিকা রয়েছে, তা উঠে এসেছিল সড়ক বিনির্মাণের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধুর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন নিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁর অকালমৃত্যুতে সে স্বপ্ন থমকে ছিল দীর্ঘদিন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে কালের পরিক্রমায় আরও বিকাশ লাভ করেছে। দেশব্যাপী আধুনিক ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ আজ মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত অর্থনীতির দেশে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের পর দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে এবং সরকারের পরিকল্পনায় সড়ক খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে মহাসড়ক নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণসহ মহাসড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার সূচনা হয়। এ পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে প্রণীত ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০) ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এর আলোকে সড়ক ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হয়।

১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি বৃহৎ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেতুসমূহ হচ্ছে খুলনা জেলায় রূপসা নদীর উপর ১.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ খানজাহান আলী সেতু; পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলার সীমান্ত ঘেঁষে প্রবাহিত পদ্মা নদীর উপর ১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ লালন শাহ সেতু এবং কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়িয়ার সীমান্ত ঘেঁষে প্রবাহিত মেঘনা নদীর উপর ১.২ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু। নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত গতিসম্পন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সড়ক সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সড়ক নেটওয়ার্কের নতুন সড়কে সেতু নির্মাণ, মিসিং লিংকে নতুন সেতু নির্মাণসহ বিদ্যমান জরাজীর্ণ ও সরু সেতু প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত মানসম্পন্ন নতুন সেতু নির্মাণ করেছে। ২০০৯ থেকে বর্তমান মেয়াদে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন মহাসড়কে ১,৫৫৮টি সেতু ও ৭,৪৯৮টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার মোহাম্মদপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর উপর শাহ আমানত সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু), বরিশালে কীর্তনখোলা নদীর উপর নির্মিত আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, লালমনিরহাটে তিস্তা নদীর উপর নির্মিত তিস্তা সেতু, গোপালগঞ্জে মধুমতি নদীর উপর নির্মিত শেখ লুৎফর রহমান সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ২য় কাঁচপুর সেতু, মেঘনা নদীর উপর ২য় মেঘনা সেতু, কুমিল্লায় গোমতী নদীর উপর ২য় গোমতী সেতু, মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদের উপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আচমত আলী খান সেতু, পটুয়াখালীতে আন্ধারমানিক নদীর উপর শেখ কামাল, সোনাতলা নদীর উপর নির্মিত শেখ জামাল, শিববাড়িয়া নদীর উপর নির্মিত শেখ রাসেল সেতু, নরসিংদী জেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর চরসিন্দুর সেতু, পিরোজপুরে কঁচা নদীর উপর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের পায়রা নদীর উপর নির্মিত পায়রা সেতু, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বেনাপোল মহাসড়কে নড়াইল ও গোপালগঞ্জ জেলার সীমানায় মধুমতি নদীর উপর মধুমতি সেতু, নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা এ,কে,এম নাসিম ওসমান ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধকহীন সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপনের অভিলক্ষ্য অর্জনের অভাবনীয় সাফল্যের গল্পে যুক্ত হল এক নতুন মাত্রা ‘শত সেতু’র উদ্বোধন। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় মহাসড়কে এসব সেতু নির্মাণের ফলে সড়ক নেটওয়ার্ক হয়েছে অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিকতর টেকসই, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য; সহজতর ও আরামদায়ক হয়েছে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সরাসরি স্থাপনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় ছিল প্রমত্তা পদ্মা। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্ব ও দূরদৃষ্টির কারণে কোন প্রকার বৈদেশিক অর্থায়ন ছাড়াই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মিত হয়। সেতুটি নির্মিত হওয়ায় দেশের

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ শক্তিশালীকরণেও সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পদ্মা সেতু তাই আমাদের সক্ষমতা ও আত্মমর্যাদার এক অনন্য প্রতীক।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৩৭,৫০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। একই সাথে অস্থায়ী স্টিল সেতু, সরু এবং জরাজীর্ণ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করার সাথে সাথে ভৌগলিক ভাবে দুর্গম জেলাসমূহকে আন্তঃজেলা সড়ক উন্নয়ন করার মাধ্যমে মূল মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত করে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের বিকল্প নেই। কিন্তু নদীসমূহের উপর সেতু নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ যেন বাঁধাগ্রস্থ না হয় অথবা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর যেন কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক সেতুসমূহের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশব্যাপী নির্মাণ করা হয়েছে এ 'শত সেতু'। বাংলাদেশের ২৫টি জেলায় অবস্থিত ৫,৪৯৪.১৩ মিটার দৈর্ঘ্যের এ সেতুসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬টি, সিলেট বিভাগে ১৭টি, বরিশাল বিভাগে ১৪টি, ঢাকা বিভাগে ৭টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬টি, রাজশাহী বিভাগে ৭টি এবং রংপুর বিভাগে ৩টি সেতু রয়েছে।

নদী মাতৃক বাংলাদেশে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সাথে সাথে সেতু নির্মাণের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল অস্থায়ী স্টিল সেতু তথা বেইলি সেতু প্রতিস্থাপন। বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সুবাদে এ অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের ফলে পার্বত্য জেলার সড়কসমূহে যানবানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সংকীর্ণ ও অধিক ভার বহনে অক্ষম এসব বেইলি সেতু প্রায়শই ভেঙ্গে পড়ছে; বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সড়ক যোগাযোগ; সৃষ্টি হচ্ছে জনদুর্ভোগের। খাগড়াছড়ির ৪২টি অস্থায়ী ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর স্থলে স্থায়ী কংক্রিট সেতু নির্মাণের ফলে একদিকে এ অঞ্চলের সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে বৃদ্ধি পাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সড়ক নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা।

অন্যদিকে, সিলেট বিভাগের হাওর ও নীচু ভূমিতে বন্যার পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অধিক সংখ্যক সেতু-কালভার্টের সংস্থান রাখার প্রয়োজন। সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নির্মিত পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের উপরে ছিল ৭টি অস্থায়ী সেতু। অধিকন্তু কুশিয়ারা নদীতে ফেরির মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করা হত। এ সকল স্থানে স্থায়ী ৮টি সেতু নির্মাণের ফলে ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জের সড়ক পথের দূরত্ব কমেছে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার। কুশিয়ারা সেতুটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আধুনিক প্রযুক্তির প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট বক্স গার্ডারের মাধ্যমে প্রোগ্রেসিভ ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। একই সাথে সিলেটের গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার জেলা মহাসড়কের উপরে অবস্থিত জরাজীর্ণ ও সরু ৯টি সেতু প্রতিস্থাপন করে স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। নেত্রকোণা ও শেরপুরের সীমান্ত সড়কে সেতু নির্মাণের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সড়ক যোগাযোগের মূল মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার সুফল পাচ্ছে। এছাড়াও নতুন সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা বিভাগের অস্থায়ী ও জরাজীর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ এ ১০০টি সেতুর ডিজাইন প্রণয়ণের মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আধুনিক দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত এসব সেতু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১' এর আলোকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'শত সেতু'র উদ্বোধন বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। সেতুসমূহ নির্মাণের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার প্রাপ্যতা সহজতর হবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনও সহজতর ও সাশ্রয়ী হবে। দেশীয় পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে, শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, সৃষ্টি হবে কর্ম-সংস্থান ও আয়ের সুযোগ। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে জনমানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর। এ 'শত সেতু'ই উন্মোচন করবে বাংলাদেশের মানুষের অপার সম্ভাবনার দ্বার।

২য় কাঁচপুর সেতু

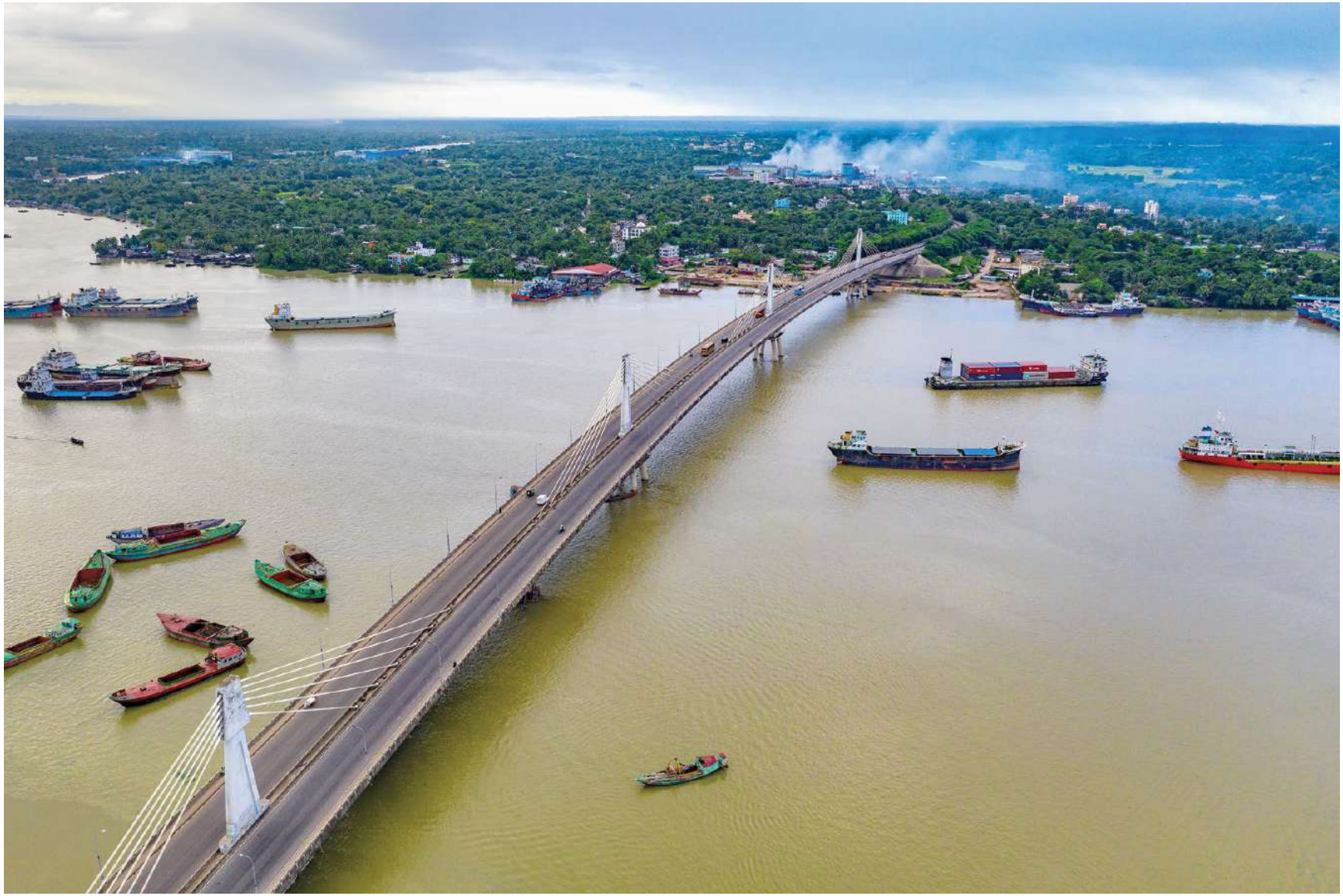

শাহ আমানত (৩য় কর্ণফুলী) সেতু

পায়রা সেতু

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

মধুমতি সেতু

এক নজরে ২০০৯ হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

সার্ফেসিং:
১০,৬৩০.৯৬ কিলোমিটার

মোট সমাপ্ত
প্রকল্পের সংখ্যা: ৪০২টি

রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ:
৩৭৯.০২ কিলোমিটার

প্রশস্তকরণ:
১০,১৭৯.০২ কিলোমিটার

মজবুতীকরণ:
৮,০৬৭.৫৯ কিলোমিটার

সেতু নির্মাণ:
১,১৩,৩০৩ মিটার

কালভার্ট নির্মাণ:
২১,২৬৭ মিটার

২০০৯ সালে মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)

২০,৮৯০

২০২২ সালে মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)

২২,৪৭৬

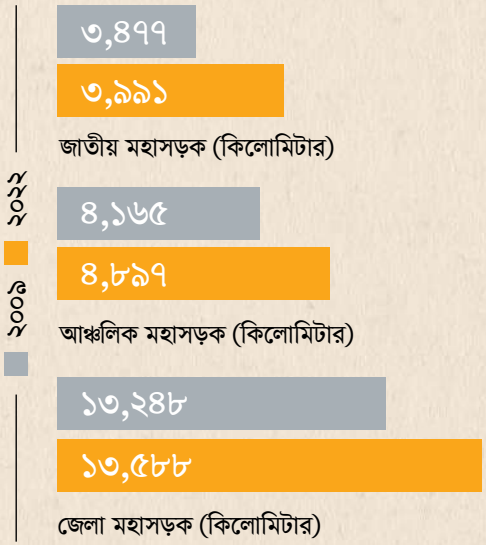

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার